শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতা এলবার্ট হলে বঙ্গাব্দ ১৩৩৬
১২ই শ্রাবণ তারিখে

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের
অনুকম্পিত

গৌড়ীয়-সম্পাদক
শ্রীমৎ (সুন্দরানন্দ) বিদ্যাবিনোদ বি-এ
কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম

দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌরাব্দ ৪৩৩

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্
কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২৪৩।২ অপার সারকুলার রোড্
কলিকাতা গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

গৌড়ীয়-গৌরব



বিষয়-সূচী

বিষয় | পত্রাঙ্ক



ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর



ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-গৌরব



পূর্ব্বাভাষ

কলিকাতাবাসী সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে গত ১২ই শ্রাবণ (১৩৩৬), ২৮শে জুলাই (১৯২৯) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলের সাধারণ সভায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সাপ্তাহিক মুখপত্র "গৌড়ীয়ের" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটী বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত বিরাট-সভায় 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন।

সভার প্রারম্ভে দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর পরম-ভাগবত রাওসাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাবমুখে সমবেত সভ্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলেন,—"আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য ও আনন্দের দিন ; আজ আমরা গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুর গৌরসুন্দরের কথা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের

মুকুটমণি প্রভুপাদের অনুগত গৌড়ীয় মঠের বক্তার মুখে শুনিতে পাইব; আর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন—সর্ব্বজন-পরিচিত, সর্ব্বজনমান্য পরমভাগবত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়। আজ গৌড়ীয় মঠই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারে যত্নবান হইয়াছেন—গৌড়ীয় মঠই সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা আচার ও প্রচারের মহা-চেতনতার আদর্শ লইয়া বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে গৌড়ীয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। আজ গৌড়ীয় মঠ এ প্রচারকার্য্য আরম্ভ না করিলে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গৌরব জগতে কেহই জানিতে পারিত না। যেখানে যত লোকই আজ গৌড়ীয়-ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন,—আলোচনা করিতেছেন,—সামান্যভাবে আচার-প্রচার করিতেছেন, সকলেই ন্যূনাধিক পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তাঁহারই আনুগত্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকারী বিশ্ববিশ্রুত আদর্শ-প্রচার-প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের নিকট ন্যূনাধিক ঋণী। গৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি, তাঁহার শিষ্যগণও এক একজন এক একটী দিক্‌পাল। পাণ্ডিত্য-গৌরবে, আদর্শ-চরিত্র-গৌরবে, কৃষ্ণার্থে-ভোগত্যাগ-গৌরবে, গুরুগৌরাঙ্গের সেবা-গৌরবে প্রভুপাদের শিষ্যগণ বর্ত্তমান যুগে অতুলনীয়।

এই আলবার্ট হলে কত রাজনীতি-বিষয়ক বক্তৃতা, কত বিষয়-কথার আলোচনা হয়; কিন্তু আজ আলবার্ট হল মহাতীর্থে পরিণত; এখানে আজ হরিকথা হইবে—এখানে আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য পরমহংস প্রভুপাদ, কত বৈষ্ণব-সাধুগণ, হরিকথা-পিপাসু কত মনীষিগণ আগমন করিয়াছেন। আলবার্ট হল আজ মহাতীর্থ।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মেই বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় সিদ্ধান্ত পরিপুটিত রহিয়াছে। উপনিষদে—বেদান্তে অভেদ-শ্রুতি ও ভেদ-শ্রুতি উভয়ই আছে; কেবল অভেদবাদ স্বীকার করিলে বেদের একদেশীয় বিচার এবং বেদের অন্যান্য মন্ত্রের অবমাননা করা হয়। আবার উপনিষদে ভেদ-শ্রুতি-সমূহ থাকায় ভেদবাদের প্রাবল্য-পরিচয় পাওয়া গেলেও কেবল ভেদবাদ স্বীকার করিলে বেদের অভেদপর শ্রুতির অবমাননা ও একদেশীয় বিচার করা হয়। নিজের ইচ্ছামত তত্ত্বমস্যাদি চারিটী মন্ত্রকে 'মহাবাক্য' বলিয়া ঐ সকল শ্রুতির স্বকপোলকল্পিত অর্থ করায় এবং সকল বেদের নিদান প্রণবকে 'মহাবাক্য' না বলায় বেদান্তের কল্পিত ব্যাখ্যা হইয়া পড়ে, তাই শ্রীচৈতন্যদেব ভেদ ও অভেদ-শ্রুতির অচিন্ত্য অপূর্ব্ব সমন্বয় ও সম্মান এবং ঈশ্বরমূর্ত্তি প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়া জগতে বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ

এই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়ীয়-গৌরবের কথা আজ বিশ্বে ঘোষণা করিতেছেন।

আমি অন্তরের সহিত প্রস্তাব করি, পরম ভাগবত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অদ্যকার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন।"

কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুরের এই সাধু প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন, কে টী, সি, আই, ই, এম, এ, এল, এল, ডি মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। কুমার প্রাজ্ঞ বাহাদুর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এবং সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের গলদেশে বিচিত্র পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন। সভা-গৃহ মুখরিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দসূচক সম্মিলিত করধ্বনি উত্থিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভার নির্দ্দিষ্ট সেবা-তালিকানুসারে সর্ব্বপ্রথমে একটী উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে আহ্বান করিলেন। পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সভাগৃহ মুখরিত করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ-সুমধুর কণ্ঠে নিম্নলিখিত গীতিটী গান করেন।

"এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥

দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া॥
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন-হীন জনে
করিলেন ভবপার॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
'মহাপ্রভু' নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোসাঞী,
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ পরিত্রাণ॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণ-তলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে॥

সভায় কালিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু স্থান এবং বিভিন্ন দেশ-দেশান্তর হইতে বহু গণ্যমান্য, সজ্জন, শিক্ষিত, সাধু, বৈষ্ণব,প্রবীণ, প্রাচীন এবং তরুণ-সঙ্ঘ উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে টি, সি, আই, ই; কুমার বাহাদুর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ; শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ পাল চৌধুরী এস, ডি, ও, হাওড়া; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু সি, আই, ই; মিঃ বি, কে, সেন এ, পি. এম, জি, বেঙ্গল এণ্ড আসাম; রায়বাহাদুর এ, সি, বসু; শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু জমিদার কলিকাতা, শ্রীযুক্ত নীলমণি আঢ্য; শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দত্ত ভক্তিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী অ্যাড-ভোকেট্, মিঃ নির্ম্মল চন্দ্র লাহা, রায়বাহাদুর গোবিন্ লাল ব্যানার্জ্জি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র আয়কট্ এম, এ বি, এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শনতীর্থ সাহিত্য-শাস্ত্রী সুদর্শন-বাচস্পতি; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম,এ, বি, এল; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থল বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

অভিভাষণ

মঙ্গলাচরণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা–মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

অযোগ্যতা-জ্ঞাপন ও ক্ষমা-প্রার্থনা

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং সমবেত সুধী ও সজ্জন-মণ্ডলি ! আমি আপনাদিগকে যথাবিহিত অভিবাদন জানাচ্ছি। এই সভায় আমার গুরুবর্গ, আমার উপদেষ্টৃ-বর্গ, আমার শিক্ষকবর্গ, বিদ্বান, সজ্জন, সুধী, মনীষী এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উপস্থিত আছেন। এ সূত্রে আপনাদের সম্মুখে উপদেষ্টৃ-স্বরূপে দাঁড়াবার কোন প্রকার ধৃষ্টতা আমার চিন্তায়ও আস্‌তে পারে না। আজ আপনাদের দ্বারাই উৎসাহিত হ'য়ে—আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে

আপনাদের প্রাণারামের কথা-নৈবেদ্য পরিবেশন কর্‌তে সাহসী হ'য়েছি। এই নৈবেদ্যের উপকরণ শ্রৌত-পরম্পরায় প্রাপ্ত ; কিন্তু আমার সর্ব্ববিধ অযোগ্যতার দরুণ যদি এ নৈবেদ্য-পরিবেশনে কোন প্রকার দোষ বা ত্রুটী প্রবেশ করে, তা'হ'লে—স্বভাবসুলভ সহিষ্ণু আপনারা—ক্ষমাশীল আপনারা পরিবেশনকারীর অনিপুণতা ও অপ্রৌঢ়ত্ব বিচার ক'রে ক্ষমা কর্‌বেন।

বক্তব্য-বিষয়ের প্রণালী-বিচার

অদ্যকার বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে "গৌড়ীয়-গৌরব"। যাঁ'রা গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' পাঠ করেন, তাঁরা বোধ হয় আরও জেনে থাক্‌বেন যে, যথাক্রমে আরও দুই রবিবার এস্থানেই গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও অন্যান্য প্রচারকগণ "গৌড়ীয়-সাহিত্য" ও "গৌড়ীয়-দর্শন" সম্বন্ধে আরও দুইটী অভিভাষণ প্রদান কর্‌বেন। এই তিন দিনের অভিভাষণ একটা বিশেষ প্রণালীবদ্ধভাবে সাজান হ'য়েছে। নৈয়ায়িকগণ যেরূপ পদার্থের আকারে বিষয় সন্নিবেশ ক'রে থাকেন, বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণও তেমনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিন শ্রেণীতে তাঁদের বক্তব্য বা বিচার গ্রথিত ক'রে থাকেন। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা যে বস্তুটীর সহিত আমরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বা সংবদ্ধ—তা'ই 'সম্বন্ধ'। সেই সম্বন্ধ-বস্তুটীকে কেন্দ্রীভূত ক'রে

কোন বিশেষ ফললাভের জন্য যে সাধনা বা উপায় অবলম্বিত হয়, তা'রই নাম—'অভিধেয়'; আর সেই অভিধেয়-যাজনের যেটা পরম ফল, তা'রই নাম—'প্রয়োজন'।

শ্রীজীব এবং শ্রীবলদেবেরও এই প্রণালী

শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁ'র ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভকে এইরূপ বৈদান্তিক প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট ক'রেছেন। প্রথমে তিনি ভাগবতের 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ'-শ্লোক অবলম্বন ক'রে তাঁ'র ষট্‌সন্দর্ভের চার্‌টী সন্দর্ভকে 'তত্ত্বসন্দর্ভ', 'পরমাত্মসন্দর্ভ', 'ভগবৎসন্দর্ভ' ও 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' নাম দিয়ে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার ক'রেছেন। পঞ্চম 'ভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয়তত্ত্বের বিচার ক'রেছেন এবং ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজনতত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা দেখিয়েছেন। চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্রে শ্রীবলদেব প্রথম দুই অধ্যায়ে অর্থাৎ সমন্বয়-অবিরোধাধ্যায়ে সম্বন্ধতত্ত্ব, তৃতীয় সাধন-অধ্যায়ে অভিধেয়তত্ত্ব এবং চতুর্থ ফলাধ্যায়ে প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার ক'রেছেন।

তিনদিনের অভিভাষণ যথাক্রমে প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ-বিচারে গ্রথিত

আলবার্ট হলে আমাদের এই তিন দিনের বক্তব্য বিষয় তিনটীও ঐরূপ বৈষ্ণব-বৈদান্তিক-প্রণালীতে সজ্জিত হ'য়েছে। তবে সেই বৈদান্তিক প্রণালী গৃহীত হ'লেও

আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের বক্তব্যগুলির যেন একটুকু ক্রম-বিপর্য্যয় মনে হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমে সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথা না ব'লে, সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার বলা হবে। প্রয়োজন-বিষয়ক বিচার সর্ব্বাগ্রে বল্‌বার কারণ এই,—আমরা কোন কাজ কর্‌তে গেলে সর্ব্বাগ্রেই তা'র ফল অনুসন্ধান করি—এ কাজ ক'রে আমাদের কি ফল লাভ হবে? গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়-সাহিত্যের কথা শুনে—জীবনে প্রতিপালন ক'রে আমাদের ব্যষ্টির, সমষ্টির বা সমাজের অসংখ্য সমস্যা, অসংখ্য অভাব, অসংখ্য প্রয়োজনের কি সমাধান হবে?—এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে জেগে ওঠে। তাই সর্ব্বাগ্রে ফলশ্রুতি আলোচনার দরকার।

এখানে ফলশ্রুতি—অর্থবাদ নহে

'গৌড়ীয়-গৌরব' সেই ফলশ্রুতি ব্যাখ্যা করবেন। এখানে 'ফলশ্রুতি' মানে অর্থবাদ নয়, এটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটুকু স্মরণ রাখা দরকার।

"গৌড়ীয়"-গবেষণা

'গৌড়ীয়-গৌরব'—এই শব্দটীর ভিতরে দুটো পদ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে,—একটা—'গৌড়ীয়', আর একটা—'গৌরব'। 'গৌড়'-শব্দ 'ঈয়' প্রত্যয় ক'রে 'গৌড়ীয়', আর 'গুরু'-শব্দ অণ্‌ ক'রে 'গৌরব'। এখানে 'গৌড়'-সম্বন্ধে পুরা-

তত্ত্ববিৎ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির যে সকল আলোচনা আছে, তা' উল্লেখ কর্‌তে গেলে তা'তেই একটা বড় বক্তৃতা হ'য়ে প'ড়বে। সুতরাং আমরা বাক্য-গৌরব-ভয়ে স্থান-বিচারের দিক্ থেকে মোটামুটি এটুকু বল্‌তে পারি যে, নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু পূর্ব্বে মহর্ষি পাণিনিপ্রোক্ত গৌড়পুর, বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় কথিত গৌড়পুর, কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে উক্ত শ্রাবস্তিপুত্র মহাতেজা বংশক যেখানে শ্রাবস্তি নগরী নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন, সেই গৌড়দেশ; বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশে যেখানে কৌশাম্বী নগরীর কথা উল্লেখ ক'রেছেন, কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়দেশকে যে গৌড়প্রদেশের অন্তর্গত ব'লেছেন, রাজতরঙ্গিণীর কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য ও তৎপুত্র জয়াদিত্য যে গৌড়প্রদেশ দর্শন ক'রেছেন, কিম্বা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে যে পঞ্চগৌড়ের নাম—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

—প্রভৃতি শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে, কবিকঙ্কণেরও পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য "চণ্ডীমঙ্গলে" বাদসাহ আকবরকে 'আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি'-উপাধি প্রদান ক'রে যে কবিতা লিখেছেন,—

"পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুনাবতার ॥"

—আবার সেনবংশীয় প্রথম নরপতি বিজয়সেনের গৌড়ের অধীশ্বর হওয়ার কথা, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের

ভাগীরথী-তীরে 'গৌড়' নামক নগরে তাঁ'র রাজধানী স্থাপন কর্‌বার কথা—যা'র ভগ্নাবশেষ—যা'র স্মৃতিচিহ্ন আজও মালদহ জেলার অন্তর্গত গঙ্গার প্রাচীনগর্ভে, প্রাচীন গৌড়নগরে লুপ্তগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান কচ্ছে, আবার সেই বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন কিছুকাল পরে নবদ্বীপে যে আর একটী রাজধানী স্থাপন ক'রেছিলেন এবং প্রাচীন গৌড়নগর হ'তে সেনবংশীয় নৃপতিগণ তাঁ'দের সাম্রাজ্য-সিংহাসন নবদ্বীপমণ্ডলে এনেছিলেন ব'লে নবদ্বীপ-মণ্ডলের যে 'গৌড়ভূমি' আখ্যা হ'য়েছিল,—যা' ইতিহাসের পুরাতন পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রয়েছে, আজও যে গৌড়পুরে সেনবংশীয়গণের প্রাচীন-স্মৃতি—বল্লালদীঘী, বল্লালস্তূপ, বৃত্তিবল্লালদীঘী, চরবল্লালদীঘী প্রভৃতি বিরাজমান থেকে বঙ্গদেশের শেষ-হিন্দুরাজগণের প্রাচীন স্মৃতি ধারণ কচ্ছে, সেই গৌড়ের ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিকগণের একটা বিপুল গবেষণা-গৌরবরূপে প'ড়ে রয়েছে। আমরা বর্ত্তমানে এক্ষেত্রে সেই গবেষণার গহন বনে প্রবেশ কর্‌বার আবশ্যকতা মনে করি না।

"গৌড়ীয়"-আখ্যার বিভিন্ন কারণ

পাত্রবিচারের দিক্ থেকে অনেকে বলেন,—সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার দৌহিত্রের নাম 'গৌড়" ছিল, তাঁ'রই শাসিত রাজ্য ব'লে আর্য্যাবর্ত্তের নাম 'গৌড়' হয়েছে। আবার

পারমার্থিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু সাংখ্যকারিকাভাষ্য-লেখকের নাম—গৌড়পাদ। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব কোন কোন স্থানে 'গৌড়পূর্ণানন্দ' ব'লে উল্লিখিত হ'য়েছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রমধ্যে গৌড়-দেশোদ্ভব 'গৌড়িকা'' নামক এক প্রকার রৌপ্যের কথা দেখা যায়। বাল্মীকি-রামায়ণেও 'গৌড়'-নামক রজতের উল্লেখ আছে। 'গৌড়পূর্ণানন্দ' মধ্বাচার্য্যও রৌপ্যপীঠপুরে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, 'গুড়'-শব্দ হ'তে 'গৌড়'-শব্দ নিষ্পন্ন। বৈদিকযুগে সোমরস-পান-প্রথার ন্যায় বঙ্গদেশবাসীর মধ্যে গুড়জাত সুরাসব-পানের প্রথা প্রচলিত ছিল। তা' হ'তেই বঙ্গদেশবাসীর 'গৌড়ীয়' আখ্যা হ'য়ে থাক্‌বে। যা' হৌক্, বঙ্গদেশবাসী বা আর্য্যা-বর্ত্তবাসী 'গৌড়ীয়' শব্দে অভিহিত হ'লেও শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হ'তে তাঁ'র চরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণই 'গৌড়ীয়'-শব্দের প্রসিদ্ধার্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'য়েছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু চরিতামৃতের মঙ্গলা-চরণেই লিখেছেন,—

"এ তিন ঠাকুর **গৌড়ীয়াকে** করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ॥"

এরূপও হ'তে পারে, হয়ত' যে-স্থানে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে 'ওঢ়ীয়' (উড়িয়া) বলা

হ'ত, সেস্থানে বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে 'গৌড়ীয়'-নামে ডাকা হ'ত। আবার দাক্ষিণাত্যকে 'পঞ্চদ্রবিড়' বলা যায়। চারজন বৈদিক বৈষ্ণবাচার্য্যই দ্রবিড়দেশে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত-প্রচারকারী রামানুজাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্র প্রদেশের মহাভূতপুরীতে, শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্তপ্রচারকারী মধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গালোর জেলার পাজকা-ক্ষেত্রে, চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদপ্রচারকারী নিম্বাদিত্য দক্ষিণা-পথের মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদপ্রচারকারী বিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যপ্রদেশের মাদুরা জেলার চন্দনবনে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। সেই আচার্য্য-চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের অন্যতম শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদ-শাখাবলম্বী বৈষ্ণবগণের সহিত সিদ্ধান্ত-বিচারে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় 'গৌড়ীয়'-নামে পরিচিত হ'য়ে থাক্‌বেন।

সর্ব্ববিষয়ে--গৌড়ীয়-গৌরব

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন, উপাস্য-উপাসনা-উপাসক, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ, জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি, দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প, সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি, বহ্বয়ন-একায়ন, বর্ণাশ্রম-পারমহংস্য, সার্ব্বজনীনতা-বিশ্বপ্রেমিকতা, দয়া-পরোপকার-দেশসেবা, মৈত্রী-সমন্বয়—সর্ব্ববিষয়ে—সর্ব্ববিচারে "গৌড়ীয়" কিরূপ গৌরবান্বিত, তা'ই আজ্‌কার বক্তব্য

বিষয়। এই বিপুল বিরাট বিষয় এক দিনে দেড় ঘণ্টার বক্তৃতায় বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্ততঃ যদি প্রত্যহ দু'ঘণ্টা ক'রে ক্রমাগত দু'মাসকাল এ বিষয় বর্ণনা করা হয়, তা'হলে এই বিরাট বিষয়ের একটা দিগ্‌দর্শন হ'তে পারে। আজ কেবল ঐ দিগ্‌দর্শনেরই একটা মুখবন্ধমাত্র করা ছাড়া সমবেত মনীষিবৃন্দের বহুমূল্য সময় ও ধৈর্য্যের উপর অধিক হস্তক্ষেপ কর্‌বার অধিকার পাচ্ছি না; তবে একথা দৃঢ়ভাবে বল্‌তে পারা যায়, প্রকৃত অর্থনীতির দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে এরূপ আলোচনায় আমাদের সময়ের খুবই সদ্ব্যবহার হ'বে।

বর্ত্তমান-জগৎ

বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলনের হাওয়া বইছে। এই সকল আন্দোলন যে সকল সাহিত্য গড়ে তুল্‌ছে, সেই সকল সাহিত্য-প্রতীকের মুখে কএকটা কথা খুব উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই ক'টা কথাকে এরূপভাবে বলা যেতে পারে,—

"গড়িয়াতোলা-বাদ", "বিপ্লব-বাদ", "বিদ্রোহবাদ।" "গড়িয়া-তোলা-বাদটা," আপাত-দৃষ্টিতে 'বিপ্লব-বাদ' বা 'বিদ্রোহ-বাদের' পরিপন্থী ব'লে মনে হয়। "গড়িয়া-তোলা-বাদটা" হচ্ছে—ব্রহ্মার ক্রিয়া বা দক্ষের ক্রিয়া। "গড়িয়া-তোলা" মানে—ব্রহ্মার দিকে গতি—ব্রহ্মের দিকে নহে; যা'কে বলে জনন-ক্রিয়া। এটা হচ্ছে ঐ দক্ষের কাজ, রুদ্রের সঙ্গে যাঁর বিদ্বেষ। আর "বিপ্লব-বাদ" বা "বিদ্রোহ-

বাদটা" হচ্ছে—রুদ্রের ক্রিয়া বা রুদ্রের দিকে গতি অর্থাৎ বর্ত্তমান আন্দোলনের হাওয়া গণ-গড্ডলিকাকে তা'দের অজ্ঞাতসারেই হউক বা জ্ঞাতসারেই হউক বিতাড়িত কচ্ছে জন্ম ও ভঙ্গের দিকে। তরুণসঙ্ঘ বল্‌ছেন,—"পুরাণকে চূরমার ক'রে দাও, নূতন ক'রে গ'ড়ে তোল।" আবার আর একদল বল্‌ছেন, "আমরা ঠাকুরমা-মনোভাব বা ধামাচাপা-নীতিগুলিকেই পূর্ব্বপুরুষ বা পুরাতনের উপর অবৈধভাবে আরোপ ক'রে তা' নিয়েই আমাদের কর্ম্মের সাধনায় বোধি-সত্ত্বা লাভ কর্‌ব ;" এটাও কিন্তু ঐ নির্ব্বাণ বা রুদ্রের ভঙ্গলীলার দিকেই গতি-প্রবণতা। স্থেমের দিকে—স্থিতির দিকে অর্থাৎ বিষ্ণুর দিকে আমাদের আন্দোলনের গতি নেই। আন্দোলন ভাল, বিদ্রোহ ভাল না হ'লেও বিপ্লব ভাল, যদি তা'র গতি স্থেমের দিকে হয়। আমরা কিন্তু একটা বড় সত্য ভুলে গিয়েছি যে, যেটা গড়ে তুল্‌ব, সে'টাই আবার ভেঙ্গে যাবে। আবার যে'টা ভাঙ্‌ব, তা'র কারণ নাশ না হ'লে আবার সেই কারণ-বীজ কার্য্যরূপে গড়ে উঠ্‌বে, পুনরায় ভাঙ্গা-গড়ার দিগ্‌বাজি খেলা খেল্‌বার জন্য।

সমসাময়িক জগতে গৌড়ীয়ের বাণী— "স্বভাবের পথে চল"

আজকাল আমাদের প্রিয় তরুণসঙ্ঘ এবং আমাদের পূজনীয় মাননীয় শ্রদ্ধার্হ প্রাচীন-পন্থিগণ তাঁদের যে যে নিষ্ঠা

নিয়ে কাজ কচ্ছেন, গৌড়ীয়-গৌরব তাঁদের সেই বৃত্তিকে নষ্ট না ক'রে কেবলমাত্র স্বভাবের পথে চল্‌তে বল্‌ছেন। ভাঙ্গা, গড়া—এ দুটোই আমাদের স্বভাব নয়, এ দু'টা আগন্তুক নিসর্গ—একটা বিকৃত দ্বিতীয় অভ্যাস। স্থিতি বা সত্তাটাই হচ্ছে আমাদের নিত্যস্বভাব; সত্তাকেই 'সত্য' বলা যায়, সত্ত্বতনুকেই 'বিষ্ণু' বলা যায়।

এক অদ্বিতীয় তরুণের উপাসনাই বিশ্ব-শান্তির নিদান

আমাদের তরুণসঙ্ঘ—আমাদের দেশের ভাবী আশার স্থল। সেই তরুণসঙ্ঘ, যুব-সঙ্ঘ এক তরুণের—এক কিশোরের সেনাপতিত্ব স্বীকার ক'রে চলুন, তা'হ'লেই বিশ্ব-শান্তি আস্‌বে—বিশ্ব-সমস্যার সমাধান হ'বে—বিশ্ব-ঐক্যতানের মহামন্ত্রে সকল আকাঙ্ক্ষার চরমসীমা লাভ কর্‌তে পার্‌বেন।

বহু তরুণ যদি আমাদের সেনাপতি হয়, তা'হ'লে সেখানে chaos (বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ) এসে যা'বে—cosmos (সুশৃঙ্খলিত নিয়মিত সুগঠিত জগৎ) থাক্‌বে না। আমরা কিন্তু সকলেই cosmosএর জন্যই স্বরাজ-সাধনা বলুন, বিপ্লব-বাদ বলুন, অর্থনীতি বলুন, রাষ্ট্রনীতি বলুন—সব কর্‌তে যাচ্ছি। তরুণসঙ্ঘ বোধ হয় জানেন, Acosmism (জগন্মিথ্যাত্ববাদ) নিরাস ক'রে cosmos (সুশৃঙ্খলিত জগৎ) এর harmony (ঐক্যতান)—অপ্রাকৃত সুগঠিত নিত্য-

জগতের সত্যতা-স্থাপনই—গৌড়ীয়-গৌরব। যে cosmos এর কথা একদিন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ব'লেছিলেন;—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥

[সেই বৃন্দাবনে কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ, কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই—চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য, কৃষ্ণ-বংশী—প্রিয়সখী, এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দ-জ্যোতিঃ অনুভূত; অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য। তথায় কোটি কোটি সুরভি হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীর-সমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে এবং ভূত-ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডরহিত চিন্ময়কাল নিত্য বর্ত্তমান; সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। সেই শ্বেত-দ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজনা করি। সেই ধামকে এই জড়জগতে বিরলচর অতি অল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই 'গোলোক' বলিয়া জানেন]

তরুণ-সঙ্ঘের প্রতি

তাই বলি—হে প্রিয় তরুণসঙ্ঘ! তোমরা সেই এক তরুণের—এক শ্যামের উপাসক হও, যে তরুণের কথা—যে কিশোরের কথা একদিন তরুণ স্বয়ং তরুণদলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর্‌বার এক অভিনয় দেখিয়ে তোমাদের এই গৌড়-পুরের, এই বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে ব'লেছিলেন, নীলাচলের নীলসাগরের কূলে নবীন-সন্ন্যাসিরূপে মৈথিলী-কবির সঙ্গে আলাপ ক রেছিলেন,—"শ্যামমেব পরং রূপং, বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্।"

নবকিশোর-নটবর অদ্বয়জ্ঞানের অচিন্ত্য স্বভাব

এই তরুণে পুরাতনতা ও তারুণ্যের অপূর্ব্ব অচিন্ত্য-সমন্বয়—সেই তরুণের বাঁশরীর ঐক্যতানে বিরোধ ও মিলনের অচিন্ত্য-সমন্বয়। তাই পুরাণ-পন্থিগণও সেই আগু পুরাণ-পুরুষের উপাসনা করেন,—

"অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণ-পুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিই—স্বরাট্, ভাগবত—স্বরাজের বিজ্ঞান

এই অদ্বিতীয় তরুণ যেখানে স্বরাট্—এই তরুণকে

লইয়া যেখানে স্বরাজ-সাধনা, সেখানেই ঐক্যতান—সেখানেই বিশ্ব-শান্তি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানা সেই স্বরাজ-সাধনার বাস্তব-বিজ্ঞান। গৌড়ীয়-গৌরব শ্রীচৈতন্যদেবের জ্বলন্ত জীবন সেই স্বরাজ-সাধনার বাস্তব বেদ। এটা রূপক-কথা নয়—প্রস্তাবিত স্বরাজের রঙিন নেশা নয়, এটা একমাত্র বাস্তব-কথা।

জাগতিক রাষ্ট্রনীতির ব্যভিচার

প্রাচীন ইতিহাসের অসংখ্য উদাহরণের দিকে না তাকিয়ে যদি কেবল বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার দিকেও তাকান যায়, তা'হ'লে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ব-সমস্যার সমাধানে কিপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, আর জাতীয়তার নামে জাতীয়-বিদ্বেষ প্রবেশ ক'রেছে ও কর্‌ছে। যে চীন বাণিজ্য-জগতের আদর্শরূপে সভ্যজগতের কাছে মাথা তু'লে দাঁড়িয়েছে, যে বর্ত্তমান চীনকে শতাব্দীর মোহতন্দ্রা হ'তে জাগরূক কর্‌বার জন্যে মঁসিয়ে বরোডিন ও তাঁহার পত্নী প্রাণপাত চেষ্টা ক'রেছিলেন; যে কোন কারণেই হউক, সে চেষ্টার প্রতিফল পেয়েছেন তাঁরা, যখন বর্ত্তমান চীনের জাতীয়দলের সেনাপতি চিয়াং কাইসেক্ বরোডিন-দম্পতিকে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন; চীন ও রুশিয়ায় আজ যুদ্ধ বাধ্‌বার উপক্রম হ'য়েছে। এলাহাবাদে যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস-

কমিটীর অধিবেশন হচ্ছে, তা'তে যে সকল বাদ্‌বিতণ্ডা প্রকাশিত হ'য়েছে, তাতেও আমাদের প্রস্তাবিত পন্থার প্রতি অনেকেই নিষ্ঠাবান্ থাক্‌তে পারেন না। তাই এ সময় আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ব-সমস্যা-সমাধান-স্বপ্নের মোহতন্দ্রা একটুকু ভেঙ্গে দিয়ে—গণগড্ডলিকার আপাত উত্তেজনার মোহ একটুকু দূরে ফেলে রেখে যদি হিতকারিণী শ্রুতিমাতার মঙ্গলোপদেশ শ্রবণ করি, তা'হলে জান্‌তে পার্‌ব আমরা যে, বহুগণবাদের দোহাই দিয়ে আমাদের নিজস্ব-স্বাধীনতা, আমাদের নিজস্ব-স্বরাজ পরিত্যাগ কর্‌ছি, সেটা ঠিক এই রকম,—

"যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।

যেরূপ খনিজতত্ত্ব-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সোণার খনির উপর দিয়ে সহস্রবার বিচরণ ক'রে থাকে অন্যত্র হ'তে অর্থ আন্‌বার জন্য,—অথচ যার উপর দিয়ে হামেসা যাতায়াত কচ্ছে, সেখানে যে সোণার খনি রয়েছে, তা' মোটেই জান্‌তে পারে না, সেইরূপ জগতের লোকসকল স্বরাজ-স্বাধীনতা-শান্তির সন্ধানে অন্যত্র ছুটাছুটি কর্‌ছে, কিন্তু তা'দের আপন দেশ যেখানে, সেখানে একবারও যাচ্ছে না—কত বিপথে যাচ্ছে, স্বভাবের পথে একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না; ক্ষুদ্রের দিকে যাচ্ছে—বৃহৎএর দিকে,

স্বরাটের দিকে যাচ্ছে না। মিথ্যায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আপনদেশ শ্বেতদ্বীপের কথা জান্‌তে পার্‌ছে না!

বহুগণবাদ—সত্যানুসন্ধিৎসা-বাধক

শ্রুতি আমাদিগকে জানিয়েছেন, আমাদের শাশ্বতী শান্তির পথ বহুগণবাদের উপর নির্ভর করে না; গণ-গড্ডলিকা সকল সময়ে আত্মমঙ্গলের উপদেশ শুন্‌তে চায় না,—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

এই শ্রুতির 'বহুভিঃ', 'বহবঃ' এবং 'আশ্চর্য্যঃ'—এই কথাগুলি একটুকু প্রণিধানযোগ্য। এখানে শ্রুতি বহুগণবাদ নিরাস ক'রেছেন। গীতাও তাই ব'লেছেন,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

তা'হলে সেই শাশ্বতী শান্তির পথ কি? সেই পথ বহু নহে, সেটি—একায়ন; সে কথাও শ্রুতি উপদেশ ক'রেছেন,—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

"গৌড়ীয়ই—স্বরাজের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক"

আজ সর্ব্বত্রই স্বরাজ-সাধনা হউক; পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জগৎ এই স্বরাজ-সাধনার মন্ত্রে পুনরায় সমগ্র বিশ্বকে উজ্জীবিত ক'রে তুলুন, আজ ক্ষত্রিয়-জগৎ অম্বরীষের ন্যায় রাজনীতি গ্রহণ করুন, বৈশ্য-জগৎ আজ পরমার্থে বৈশ্যত্ব লাভ করুন। গৌড়ীয়-গৌরব সেখানেই, যেখানে এই প্রকার স্বরাজ-সাধনার সর্ব্বোত্তমতা প্রদর্শিত হ'য়েছে।

পূর্ব্বেই ব'লেছি, সম্বন্ধ-গৌরবে, অভিধেয়-গৌরবে, প্রয়োজন-গৌরবে—গৌড়ীয়-গৌরব। গৌড়ীয় স্বরাটের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ পাতিয়েছেন। গৌড়ীয়ের সম্বন্ধ তাঁ'র সঙ্গে, যাঁ'র কথা শ্রুতি ব'ল্ছেন,—"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" যিনি—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং", যিনি স্বয়ং ব'লেছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

—আমি জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বা পর্য্যাপ্তি। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস আমাকেই আশ্রয় ক'রে রয়েছে।

অসমোর্দ্ধ গৌরবপাত্রের লঘুত্ব-স্বীকার

এত বড় গুরু জিনিষ—এত বড় গৌরবের পাত্র যেখানে স্বয়ং লঘুত্ব স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত হচ্ছেন, সেখানেই গৌড়ীয়-গৌরব। এমনই প্রীতি-পরাকাষ্ঠা—এমনই সম্বন্ধ-

সম্মিলন যে, গুরুকে লঘুভাব অঙ্গীকার করাচ্ছে। এখানে কেবল Fatherhood of God (ভগবানের পিতৃত্ব-ভাব) নয়—Sonhood of Godhead (ভগবানের পুত্রত্ব, নন্দনন্দনত্ব) এর বিচার এসে পড়েছে। সর্ব্বজগতের পালকগণের একমাত্র পালক আজ নন্দ-যশোমতীর অলিন্দে বাঁধা—তাঁদের চিরপাল্য; সর্ব্বকারণ-কারণ অজ-পুরুষ আজ যশোমতীর ক্রোড়শায়ী। শ্রীরামানুজ যেখানে পরম সম্ভ্রমের সহিত দূর থেকে বিষ্ণুর অর্চ্চন কর্‌ছেন, সেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ গৌড়ীয়-গৌরবে-গৌরবান্বিত জনগণকে নিজ কাঁধে চড়িয়ে তাঁদের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট খেয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি পাচ্ছেন। তত্ত্ববাদী যেখানে রুক্মিণীশের সম্ভ্রমযুক্ত পূজা কর্‌ছেন, সেখানে ব্রজনাগরীগণ নবতমাল-নীলদ্যুতি-কদম্ববন-দেবতাকে সেবাগৌরবে তাঁ'দেরই হস্তামলক কর্ত্তে পেরেছেন। চিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বাদিত্য বা তাঁর প্রতি আরোপিত বিচার যেখানে মাধ্যাহ্নিক-লীলার কোন সন্ধানই পান নেই, গৌড়ীয়-গৌরবে-গরবিণীগণ সেখানে সেবা-গৌরবে সেই গূঢ়া লীলার উপকরণ হ'য়েছেন। বিষ্ণুস্বামী যেখানে নৃ-পঞ্চাস্যের, কিম্বা পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয় প্রতিযোগী আরোপিত বিষ্ণুস্বামীয় মত যেখানে পুষ্টিমার্গ রচনা ক'রেছেন, সেখানেও কর্ম্মমার্গীয় বিচার গোপনে প্রবেশ ক'রে যে রাধিকা-মাধবের গূঢ়া সেবা প্রাপ্ত হন নাই, সেইস্থানে গৌড়ীয়-গৌরবের সাম্রাজ্য-সিংহাসন সম্প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

অভিজ্ঞতাবাদের মনীষার লঘুত্ব

গৌড়ীয় গৌরব অভিজ্ঞতাবাদের উপর একটা বিপ্লব আনয়ন ক'রেছে। তাই মনে হয়, মহামনীষী রাজা রাম মোহন রায়, ভাণ্ডারকার এবং তাঁদেরই অনুগামী মেক্‌নিকল, কেনেডি প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে গৌড়ীয়-গৌরব বুঝ্‌তে গিয়ে তাঁ'দের জাগতিক মনীষার লঘুত্ব প্রমাণিত ক'রে ফেলেছেন।

অভিজ্ঞতাবাদের ৪টী সন্তান—(১) বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ, (২) সন্দেহবাদ, (৩) অজ্ঞেয়তাবাদ ও (৪) মায়াবাদ

অভিজ্ঞতাবাদের সন্তানস্বরূপ চার্‌টী ভগবদ্‌বিমুখতা, আর অপরোক্ষবাদ বা বাস্তব অভিজ্ঞতাবাদের সুদর্শন হ'তে চার্‌টি ভগবদুন্মুখতা জগতে প্রচারিত র‍য়েছে। প্রথম মুখে অভিজ্ঞতাবাদী হ'য়ে আমরা যখন খাওয়া-দাওয়া-থাকার সুখটাকেই আমাদের পরম প্রয়োজন বিচার করি, তখন আমরা ভগবান্ ব'লে কোন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর্ত্তে চাই না। কারণ, আমার উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন, তা' হ'লে আমার 'প্রভু' সাজা হয় না, আমার যথেচ্ছাচারিতার পথেও কাঁটা পড়ে। এরই নাম—বিশুদ্ধ নাস্তিকতা (Atheism) বা তর্কমূলা প্রতিপক্ষাশ্রয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানে সকল তর্ক আশ্রিত। যখন এই স্পষ্ট নাস্তিকতা কিছু অস্পষ্ট আকার ধারণ করে, তখন আমরা 'সন্দেহবাদ' আশ্রয় করি—বাস্তব বস্তু আছে কি না আছে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। একে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ Scepticism ও ব'লে থাকেন। ভগবদ্বিমুখতা যখন আরও ঈষৎ অস্পষ্ট হ'য়ে প্রকাশিত হয়, তখন আমরা অজ্ঞেয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করি। অজ্ঞেয়তা-বাদের বিচারে বাস্তব সত্য বা ভগবান্ ব'লে কোন জিনিষ থাক্‌লেও তাঁর স্বরূপ যখন আমাদের অধিগম্য নয়, তখন না থাকারই সমান! অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) বলেন,—

"Absolute is unknowable. Even though its existence were known, its nature would remain unknown and unknowable. Absolute cannot possibly be a self-conscious personal being."

তার পর ভগবদ্‌বিমুখতা যখন একেবারে প্রচ্ছন্ন বা একান্ত অস্পষ্ট হ'য়ে উঠে, তখন সেটা অভিজ্ঞতাবাদের আশ্রয়ে সব চেয়ে তার বড় প্রিয়পুত্র ও আদরের পাত্র হয়। এরই নাম—মায়াবাদ বা Pantheism, এই মায়াবাদে বাস্তব সত্যকে নপুংসক-লিঙ্গ বা জড়নির্ব্বিশেষরূপে বিচার করা হয়।

অপরোক্ষবাদের ক্রমবিকাশ (১) বাসুদেব, (২) লক্ষ্মীনারায়ণ, (৩) সীতারাম ও (৪) রাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্যোপলব্ধি

যখন ভগবদুন্মুখতার বিকাশ হ'তে থাকে, তখন বস্তুর ক্লীবত্ব-বিচার থেকে ক্রমে দর্শনের গতি পুং ও পুংমিশ্র-বিচারের দিকে ধাবিত হয়। ভগবদুন্মুখতার প্রথম বিকাশে একল-পুরুষোত্তম বাসুদেবের উপাসনা; তদন্তর্গত ক্রমবিকাশমুখে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামনাদির পঞ্চক্রম-বিস্তৃতি; সাধারণ বিচারে তাহা স্ত্রীভাব-বর্জ্জিত। কিন্তু তাঁহাদেরও নিজ নিজ লক্ষ্মী আছেন। ভগবদুন্মুখতার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুং-স্ত্রী-মিশ্রভাবের উপাসনায় বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ ও তদন্তর্গত জামদগ্ন্যাদি ক্রমাবতার-উপাসনা শ্রেষ্ঠ ব'লে বিচার করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী স্বীয় অধিকারে বলেন, পুং-স্ত্রী-মিশ্রভাবের উপাসনা হ'তে, কেবল-পুংভাব বা বাসুদে'বর উপাসনাই ভাল, আবার তদপেক্ষা পুংভাব হ'তে নপুংসক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিচারই ভাল। তৃতীয় স্তরে যে সীতারামের উপাসনা, তা'তে জন্য-জনক-ভাব থাকায় তা'হতে জন্য-জনক-ভাবরহিত লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই ভাল; আবার রাধাগোবিন্দের উপাসনা হ'তে রাম-সীতার উপাসনাই ভাল, কেননা, শ্রীরামচন্দ্র কেমন একপত্নীব্রতধরের আদর্শ—কেমন পিতৃসত্য-

পালকের আদর্শ—কেমন প্রজারঞ্জকের আদর্শ! আর কৃষ্ণ—বহুবল্লভ 'গোপবধূটিবিট্' নাগর, চেল-চোর। রামচন্দ্র রাবণের দ্বারা নিজপত্নী সীতাকে (অসুর মোহনার্থ মায়া-সীতাকে) হরণ করাবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছিলেন, আর কৃষ্ণ নরোচিত নৈতিক চরিত্র স্বয়ং উলঙ্ঘন ক'রে পরনারী হরণ ক'রেছিলেন, সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদীর জড় জাগতিক বিচারে কৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা রামচন্দ্রের আদর্শ অনেক উন্নত।

কৃষ্ণ স্বরাট্ কেন ?

গৌড়ীয়-গৌরবগণ স্বরাটের উপাসক ; স্বরাটের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা যদি না থাক্‌ল, তা'হলে তাঁকে 'স্বরাট্' বলা যায় না। প্রপঞ্চে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানানুসরণকারী অভিজ্ঞতা-বাদীর ধারণায় এই যে বিপ্লব, ইহা কেবল দেখিয়েছেন—গৌড়ীয়-গৌরব—এখানেই গৌড়ীয়ের গৌরব। পুরুষের দ্বারা পুরুষোত্তমের শক্তি-হরণ-অভিনয়ের আদর্শে যেন পুরুষোত্তমের স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্কোচ হ'য়ে পড়েছে, তাই গোপীকুমুদ-বন্ধু কৃষ্ণ, স্বরাট্ কৃষ্ণ (Spiritual Despot) কৃষ্ণ—যিনি গৌড়ীয়-গৌরবের স্বরাজ-সাধনার চিন্তামণি, তিনি আজ অভিজ্ঞতাবাদীর ধারণায় বিপ্লব প্রদর্শন ক'রে যখন বলভদ্র ও বয়স্যগণের সহিত মথুরায় প্রবেশ কচ্ছেন, মথুরানাগরীগণের দ্বারা অভিনন্দিত হ'তে হ'তে যখন হাস্য-লাস্যে মথুরার রাজপথ দিয়ে চ'লেছেন, তখন কংসের এক

অনুচরের সঙ্গে দেখা। ঐ কংসভৃত্য কংসের জন্য বিবিধ সুন্দর বসন-ভূষণ নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে গমন কর্‌ছিল। কৃষ্ণ তা'কে দেখেই তা'র নিকট কতকগুলি উত্তম বস্ত্র চাইলেন। কংসের অনুচর—রাজপুরুষ, আর কৃষ্ণ একটা তরুণ-ছোক্‌রা কতকগুলি তরুণ বয়স্যের সঙ্গে রঙ্গরস কর্‌তে কর্‌তে কোথায় চল্‌ছে; রাজপথ দিয়ে চল্‌ছে এই যথেষ্ট, তার আবার বেয়াদবী দ্যাখ! রাজার বহুমূল্য বস্ত্রগুলি পর্‌বার সাধ হ'য়েছে। তখন রাজভৃত্য ব'লে উঠ্‌ল,—

"ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ॥
যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ॥"

ওরে দুর্ব্বৃত্তগণ! তোরা জঙ্গ্‌লা লোক, গিরি-কাননে মাত্র বিচরণ ক'রে থাকিস্‌, তোরা কি কখনও এরূপ কাপড় পরতে পারিস্‌? রাজার জিনিষ প্রার্থনা কর্‌ছিস্‌, এত বড় তোদের আস্পর্দ্ধা! তোদের মত নির্ব্বোধ আর নেই। যদি বাঁচ্‌বার সাধ থাকে, তা'হলে সাবধান, ফের ও কথা বলিস্‌ নে, শীঘ্র পলায়ন কর্‌। জানিস্‌, রাজপুরুষেরা তোদের মত অহঙ্কারী ব্যক্তিকে বন্ধন, প্রহার ও তা'র সকল সম্পত্তি হরণ কর্ত্তে পারে।

কংসরাজের ভৃত্য জান্‌ত না যে, সে স্বরাট্‌ পুরুষের সঙ্গে কথা কইছে; কংসের ভৃত্য মনে কর্‌ছিল, আমার মালিক—

কংস, বস্ত্রগুলির মালিক—কংস, মথুরানগরীর মালিক—কংস; কিন্তু আজ যে, সকল মালিকের মালিক, কংসের মালিক,—কংসের কারণের কারণ স্বরাট্ পুরুষ এসেছেন, সে কথা নির্ব্বোধ অভিজ্ঞতাবাদী বুঝ্‌তে পারে নি। কৃষ্ণ কি কর্‌লেন ?—

"এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ॥"

সেই বস্ত্ররঞ্জকের দেহ তা'র মস্তক হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন। জড়বিচারপর অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষে এটা একটা বড় নীতি-লঙ্ঘনের ব্যাপার; কিন্তু অখণ্ড পরমার্থ-নীতির নিকট খণ্ডিত জাগতিক নীতি পরাভূত, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের নিকট অস্বতন্ত্রের সকল বিচার তিরস্কৃত। গোলার্দ্ধ-১৮০ অংশকে অংশবিশেষ বা গোলক-৩৬০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সেখানে যেরূপ কোণজ অঋজু-জন্য কোনও অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নেই—স্বরাট্ পুরুষেও সেরূপ কোনও প্রকার হেয়তা নেই। নিরঙ্কুশ-ইচ্ছার পূর্ণ পর্য্যাপ্তির মূর্ত্তবিগ্রহ—সেই পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ। এজন্যই—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" এ উপাস্য-গৌরব আছে বলেই "গৌড়ীয়ের গৌরব"।

গৌড়ীয়ের ভজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেন ?

জগতে অধিকাংশ লোকই অধর্ম্মকে 'প্রয়োজন' জ্ঞান করেন; তন্মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক ধর্ম্ম-অর্থ-কামকে

প্রয়োজন বিচার করেন, অতি মুষ্টিমেয় লোক মোক্ষকে প্রয়োজনরূপে গ্রহণ করেন, আর সুদুর্ল্লভ লোক মোক্ষ-ধিক্কারী ভক্তির আশ্রয় করেন, আবার জগৎছাড় লোক ভগবদ্বৈকুণ্ঠ-প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমের মধ্যে আবার গোপীপ্রেমের মাধুরীকে 'প্রয়োজন'-বিচার নৃলোকে সম্ভব নহে বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, আবার গোপী-প্রেম হ'তেও দুর্ল্লভতর বার্ষভানবীর কৃষ্ণপ্রেমের কথা। সেরূপ নিজপ্রেমের বিস্তারকারী রাধামাধবের যদি কোন অবতার হয় অথবা পরম-প্রেম-পরাকাষ্ঠা-ভরবতী শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তা'হলেই সে প্রেম অনুভূত হ'তে পারে। শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু গৌরসুন্দর এই স্বভক্তিশ্রীরূপ উন্নতোজ্জ্বলরস বা বার্ষভানবীর প্রীতি-পরাকাষ্ঠা জগতে দান ক'রে গৌড়ীয়কে গৌরবান্বিত ক'রেছেন।

গৌড়ীয়-গৌরব সুদুর্ল্লভ হ'লেও সার্ব্বজনীন

এই গৌরবে সকলেই গৌরবান্বিত হয়ে 'গৌড়ীয়' হ'তে পারেন। ফ্রান্সবাসীই হউন, আমেরিকাবাসীই হউন, জার্ম্মান-বাসীই হউন, রুশিয়া-প্রুশিয়াবাসীই হউন, চীন-জাপান-বাসীই হউন, কামস্কাট্‌কাবাসীই হউন, সূর্য্য-নক্ষত্রবাসীই হউন, যে কোন গ্রহবাসীই হউন, আর ঝারিখণ্ডের ব্যাঘ্র-মৃগ-বনলতার ন্যায় পশু-উদ্ভিজ্‌জন্মই প্রাপ্ত হউন, সেই

অপ্রাকৃত স্বরাজের সাধনা ক'রে গৌড়ীয়-গৌরব-শিরোমণি গৌরসুন্দরের—গৌড়ীয়-গৌরব-বর শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব এবং তাঁদের ভৃত্যানুভৃত্য গৌড়ীয়-গৌরব-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সকলেই গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে পারেন। গৌড়ীয়-গৌরব সকলের নিজস্ব-সম্পত্তি—সকলের পৈতৃক-স্বরাজ।

গৌড়ীয়ের গৌরব সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয়

গৌরসুন্দরকে যাঁ'রা আশ্রয় ক'রেছেন, সেই গৌড়ীয়-গৌরবগণের বৈরাগ্য, শম, দম, ক্ষান্তি, স্বাধীনতা, মৈত্রী, সমতা, ধ্যান, ধারণা, ভক্তি জগতে অতুলনীয়; তাই গৌড়ীয়-গৌরব-কবি গেয়েছেন,—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী-ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ
আস্তে শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাম্ ॥

[প্রবল বৈরাগ্যই হউক, শম-দম-ক্ষান্তি-মৈত্র্যাদি অসংখ্য গুণই থাকুক, নিরন্তর ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্য-বিষয়িনী চিন্তাকোটীই বা হৃদয় অধিকার করুক্ অথবা বিষ্ণু-সম্বন্ধিনী কোটি ভক্তিই বর্ত্তমান থাকুক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রিয়-ভক্তগণের পদনখজ্যোতিঃ-প্রমোদিত জনসমূহে যে স্বভাব-সিদ্ধ গুণাবলী সদা বর্ত্তমান, তাঁহার কোট্যংশের এক অংশও অন্যত্র অসম্ভব]

গৌড়ীয়ের বৈরাগ্য-বিচার

গৌড়ীয়-গৌরব গৌরভক্তগণ যে বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, বৈরাগ্যের সেরূপ সর্ব্বতোমুখী বিচার অন্য কোথায়ও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। জগতে একদেশী বৈরাগ্যের বিচার, ফল্গুবৈরাগ্যের বিচার যুগ-যুগান্তর ধ'রে যথেষ্ট প্রচারিত ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু সর্ব্বদেশী যুক্তবৈরাগ্যের বিচার গৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধুতে যেমনটীভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে, তা'র উপমা আর কোথায়ও নেই। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের বিচার একমাত্র রসামৃতসিন্ধুতেই আছে—গৌড়ীয়গণের জীবন-ভাগবতেই আছে। সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য, শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্য অদ্ভুত, সন্দেহ নাই; কিন্তু রায় রামানন্দের বৈরাগ্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈরাগ্য, দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য কিরূপ সর্ব্বতোমুখী বৈরাগ্য, কিরূপ বৈরাগ্যের চূড়ান্ত মীমাংসা, তা' গৌড়ীয়-গৌরবে-গৌরবান্বিত না হ'লে, অভিজ্ঞতাবাদের চশ্‌মা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ব'লেই মনে হয়। রামানন্দের অদ্বিতীয় বৈরাগ্যের কথা যুগ-যুগান্তর ধ'রে লোক আলোচনা করুন্‌, গৌড়ীয়-গৌরবের দিগ্দর্শন পেতে পারবেন। তাঁ'দের বৈরাগ্য—বিপ্রলম্ভ বৈরাগ্য; সেটা পরিপূর্ণ রসময়—রসের প্রস্রবণ সেখানে। বার্ষভানবী সেই বৈরাগ্যের বিগ্রহ। আর অন্য সব বৈরাগ্য—শুষ্ক।

গৌড়ীয়ের শম-দম-ক্ষান্তি বিচার

"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ", 'দম' অর্থে—ইন্দ্রিয় সংযম, 'ক্ষান্তি' অর্থে—সহিষ্ণুতা বা ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হ'লেও চিত্তের অক্ষুব্ধাবস্থা, 'মৈত্র' শব্দে—বিশ্ব-প্রেমিকতা। সনক-সনন্দ-নারদাদির শম-দম অত্যদ্ভুত; কিন্তু সেই শম, সেই দম, যেখানে সেবা-চাঞ্চল্যে, যেখানে অধিরূঢ়মহাভাব-রসের বন্যায় প্লাবিত হ'য়ে পড়েছে—সেখানকার শম, সেখানকার দম, সেখানকার ক্ষান্তি কত বড়! শ্রীবাসের ক্ষান্তি, শ্রীধরের ক্ষান্তি কিরূপ গৌড়ীয়-গৌরবের পতাকা উড্ডীন ক'রেছে!

গৌড়ীয়ের বিশ্বপ্রেমিকতা কিরূপ?

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের "জীবের পাপ লঞা মুই করি নরক ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥" অথবা "ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক কর, করি' পর উপকার॥" "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" প্রভৃতি নিষ্কপট বিশ্ব-প্রেমিকতার আদর্শ আর কোথায় আছে?

গৌড়ীয়ের ধ্যানযোগ সহজ ও সর্ব্বোত্তম

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে গৌড়ীয়-গৌরবে-গৌরবান্বিতগণের অধিরূঢ় মহাভাবে যে সহজ ধ্যানযোগ, তা'র কাছে বিশ্বামিত্রের ধ্যান, সৌভরীর ধ্যান, কোটি কোটি ধ্যান-স্তিমিত-লোচন-যোগি-ঋষির গিরিকন্দরে যুগযুগান্তরব্যাপিনী সাধনা উপমারূপেও দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করে।

তাই কুরুক্ষেত্রের স্যমন্তপঞ্চকে ব্রজনাগরীগণ কৃষ্ণকে ব'লেছিলেন,—

"আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

"নলিন-নাভ, তুমি ধ্যান শিখাচ্ছ কা'দের? আর লোক হাসিয়ে কাজ নেই। আমরা ত আর যোগেশ্বর নই, আর তাঁ'দের ন্যায় সংসার হ'তে উদ্ধারও চাইনে। তোমার যোগি-ঋষি-তপস্বিগণ বিষয় হ'তে চিত্ত কুড়িয়ে নিয়ে তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন কর্‌বার জন্য কতই না অভ্যাস-যোগ অবলম্বন করেন, আর আমরা তোমা হ'তে চিত্ত কেড়ে নিয়ে তা'কে বিষয়ে লাগাবার জন্য কত সাধ্য-সাধনাই না ক'রে থাকি, কিন্তু আমাদের চিত্তভৃঙ্গকে তোমার চরণকমলের মধু ছেড়ে শত চেষ্টাতেও অন্যত্র দিতে পারি না। তাই বলি,—নাথ, ছলনা ছাড়, আমাদের ধ্যান শিখাতে যেয়ো না।" যাঁ'রা গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁ'দের ধ্যান এইরূপ স্বাভাবিক, কাজেই তাঁ'দের ধ্যানের সঙ্গে অন্য কোটি কোটি ধ্যানের তুলনা হয় না।

গৌড়ীয়ের ভক্তি সর্ব্বোত্তমা কেন?

অপরের কোটি কোটি বিষ্ণুভক্তি থাকুক, কিন্তু গৌড়ীয়-গৌরবে গর্ব্বিণী যাঁ'রা, তাঁ'দের সঙ্গে সেই ভক্তির কোন

তুলনাই হ'তে পারে না। প্রহ্লাদ ত' ভক্তের উপমানস্বরূপ ; প্রহ্লাদ অহৈতুকভক্তের আদর্শ। "যস্ত আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্য স বৈ বণিক্"—একদিন প্রহ্লাদই বল্‌তে পেরে-ছিলেন। ভগবানের করপল্লব, যা' ব্রহ্মাদি দেবতার উপরও স্থাপিত হয় নাই, সেই শ্রীকরকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপিত হ'য়েছিল। আবার প্রহ্লাদ থেকে পাণ্ডবগণের কৃষ্ণপ্রীতি আরও ঘনীভূত। ভগবান্ সখারূপে, মাতুলেয়-রূপে, সুহৃদ্‌রূপে, বচনানুবর্ত্তিরূপে, উপদেশকরূপে একমাত্র পাণ্ডবগণের গৃহেই অবস্থান কর্‌তেন। প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম সকলের সাক্ষাদ্‌ভাবে অবস্থান করেন নি। মুনি-গণ যেরূপ পাণ্ডবদের গৃহে পরব্রহ্মকে দর্শন কর্‌তে যেতেন, প্রহ্লাদের গৃহে সেরূপ যান নি। ভগবান্ মাতুলেয়াদি-রূপে প্রহ্লাদের গৃহে অবস্থান করেন নি। প্রহ্লাদের স্তব-স্তুতিতে তুষ্ট হ'য়ে বিষ্ণু প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং নিজ ইচ্ছায়ই পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। আবার পাণ্ডবগণ হ'তেও যাদবগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি আরও অধিক। যাদবগণের সঙ্গে ভগবানের শয্যা, আসন, ভোজন, যৌনসম্বন্ধ, পিণ্ডবন্ধ,—সবই আছে। আবার যাদব-গণ অপেক্ষাও উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতি আরও বেশী। কৃষ্ণ ব'লেছিলেন,—"হে উদ্ধব, তুমি যেমন আমার প্রিয়, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, মহালক্ষ্মী, এমন কি, আমার নিজের বিগ্রহও সেরূপ প্রিয় নয়।" উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজ-

রামাগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি আরও বেশী। উদ্ধব যাঁদের কথা ব'লেছেন,—"আমি যেন ব্রজবনিতার পদরেণু পাবার জন্য বৃন্দাবনের গুল্ম-তরু-লতা-ওষধির কোনও কিছু হ'তে পারি। কেননা, ব্রজগোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ ক'রে মুকুন্দের পদবী ভজনা ক'রেছিলেন; আবার ব্রজগোপীগণের সকলের প্রীতি একত্র ক'রেও কৃষ্ণকে বেঁধে রাখ্‌তে পারে না যাঁ'র প্রীতির কাছে, সেটা হচ্ছে বৃষভানুজার প্রীতি। সকলকে ছেড়ে কৃষ্ণ বৃষভানু-নন্দিনীর অনুসন্ধান কর্‌তে ধাবিত হ'য়েছিলেন। সকল গুরুর গুরুকে লঘু স্বভাব করাতে পারেন যে প্রীতি, যেখানে নীলমণি আপনাকে বিকিয়ে দিয়ে চিরঋণী হ'য়ে থাকেন, এমন যে সেবার চরমকাষ্ঠা, সেই সেবার গৌরব কর্‌তে পারেন বার্ষভানবীর অনুগত যাঁরা। তাঁ'রাই গৌড়ীয়-গৌরব।

গৌড়ীয়ের-স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাম অতুলনীয় কেন ?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় যাঁরা, তাঁদের চরণনখ-জ্যোতিতে আনন্দোদ্ভাসিত যাঁরা, তাঁদের যে সকল স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাম আছে, তা'র কোটী অংশের এক অংশও অন্যে নেই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার কা'র কি গুণ আছে, তা'র একটা বিশ্লেষণ-বিচার দেখিয়ে বলছেন, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দু-রূপে মানুষে আছে, সেই পঞ্চাশটী গুণ এবং আরও পাঁচটী গুণ বিশেষভাবে ব্রহ্মাদি দেবতায় আছে, আর সেই পঞ্চান্নটী গুণ, তার সঙ্গে আরও পাঁচটী গুণ,

সর্ব্বসমেত ষাট্‌টি গুণ পূর্ণভাবে নারায়ণে আছে ; আর চার্‌টি গুণ, যা' নাকি নারায়ণেও নেই, সেই চৌষট্টি গুণ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র কৃষ্ণেই আছে। এ ছাড়া বিশেষ পঁচিশটী গুণ শ্রীরাধারাণীতে আছে।

গৌড়ীয়-গৌরবে গরবিণী যাঁরা, সেই বার্ষভানবীর অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ জন এই সকল গুণেরই উত্তরাধিকারিণী। কাজেই তাঁদের গুণের সঙ্গে অন্যজনের গুণের তুলনাই হয় না।

গৌড়ীয় গৌরবাবলীর তালিকা

গৌড়ীয়ের গৌরব কি কি, তা'র একটা তালিকা আমাদের গৌড়ীয়-গৌরব শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু তাঁর 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে দিয়েছেন, যে শ্লোকটী আমরা গুরুপ্রণাম-শ্লোকরূপে পূর্ব্বে উচ্চারণ ক'রেছি,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥"

"গুরোর্ভাবঃ ইতি গৌরবম্" গুরুর ভাব বা গুরুত্বকে 'গৌরব' বলে। গুরুদেবই—স্বয়ং গৌড়ীয়-গৌরব। তাই তিনি সকল গৌড়ীয়-গৌরব প্রদান কর্ত্তে পারেন। গৌড়ীয়গণের মধ্যে এই গুরুদেবের আদর্শ যেরূপ গৌরবময়, সেরূপ আদর্শ আর অন্যত্র কোথায়ও দেখ্‌তে পাওয়া যায়

না। কোন কোন সম্প্রদায়ে গুরু-স্বীকারেরই প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না। অবশ্য এইরূপ বিচার কতটা সমীচীন, তা'র যুক্তি প্রদর্শন করা এই অল্প সময়ে অসম্ভব। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ে সাময়িক গুরু স্বীকৃত হয়। ঐরূপ কল্পিত গুরু দ্বারা কোন কল্পিত অভীষ্ট কল্পিতভাবে সিদ্ধ করিয়ে নেবার পরে গুরুকে তাঁ'র আসন হ'তে বিতাড়িত করা হয়, তখন গুরুশিষ্যভেদ থাকে না ;—

"গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্"।

শুনা যায়, কোন কোন স্থানে এমনও প্রথা আছে যে, শিষ্য আপনাকে সিদ্ধ অভিমান ক'রে কার্য্যতঃ গুরুশিষ্য-ভেদ ভঙ্গ কর্‌বার জন্য গুরুকে যষ্টি-দ্বারা প্রহার ক'রে থাকে!

তত্ত্ববাদী ও রামানুজাদি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে গুরুদেবকে অত্যন্ত সম্ভ্রম-চক্ষে দর্শন করা হয় ; কিন্তু সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত "গৌড়ীয়ের" গুরুগৌরব অত্যন্ত প্রীতিময় সম্বন্ধযুক্ত। গুরু-দেব সম্ভ্রমযুক্ত দূরের বস্তু ন'ন—কিন্তু অত্যন্ত নিকটতম নিত্য সঙ্গী—রাধাগোবিন্দের সেবার চিরসহায়কারিণী বার্ষভানবীর অভিন্নকলেবর সখী। এরূপ গুরু-গৌরবের উদাহরণ অন্যত্র নেই—

"গুরুরূপা সখীবামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে
চামরের বাতাস করিব ॥"

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

সেই গুরুদেবের সুবিখ্যাত কৃপায়ই সকল গৌড়ীয়-গৌরব লাভ হয়।

গৌড়ীয়-গৌরব বিষয়াশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ

সেই সকল গৌড়ীয়-গৌরব বিষয় ও আশ্রয়ালম্বনভেদে দু'রকম। বিষয়ালম্বন বা সেব্যতত্ত্ব—অদ্বয়বস্তু। তিনি এ জগতে আমাদের কাছে তিনটী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন—(১) তারকব্রহ্মনাম, (২) মন্ত্র, (৩) শ্রীশচীনন্দন।

(১) নামশ্রেষ্ঠ তারকব্রহ্মনাম

এই নামই—এ জগতে সেই চিদ্বিলাসধামের বার্ত্তা-সম্পুট এবং স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ চিন্তামণি। অতিন্দ্রিয় বস্তু বা রাজ্যের খবর জান্‌তে হ'লে অথবা জানাতে হ'লে শব্দ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। তাই শব্দাত্মক নাম ও মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনবস্তুই আমাদিগকে বর্ত্তমানে ভগবানের অভিজ্ঞান প্রদান কর্‌তে পারে না। এই নামের কথা কঠশ্রুতি এইরূপভাবে কীর্ত্তন ক'রেছেন,—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি
ওমিত্যেতৎ॥"

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

এই প্রণব অর্থাৎ যা' দ্বারা আমাদের আরাধ্যবস্তু প্রকৃষ্ট-রূপে স্তুত হন, তাহা অসম্প্রসারিত নাম, ইহাই শব্দব্রহ্ম-বেদের বীজ। এই নাম বা প্রণব এবং নামী একই বস্তু। ছান্দোগ্য বল্‌ছেন,—

"অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্‌গীথঃ।"

এই নাম-স্বরাটের পাদ-নখাঞ্চল আরতি কর্‌ছেন নিখিল-বেদের সারভাগ উপনিষদ্‌-রত্নমালা, আর নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল সেই আরতির সঙ্গে কীর্ত্তন ধ'রেছেন,—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

এই তারকব্রহ্মনাম সেই চিল্লীলামিথুন রাধা-গোবিন্দেরই মাধুর্য্যময়ী চিদ্‌বিলাসলীলা গান কর্‌ছেন, আর আশ্রয়ালম্বনগণ বিপ্রলম্ভ-ব্যাকুল হ'য়ে সেই লীলার অনুসন্ধান কর্‌ছেন সম্বোধনাত্মক পদের দ্বারা ;—"হে হরে বৃষভানুনন্দিনী, হে বার্ষভানবীবল্লভ কৃষ্ণ! হে রাধিকারমণ রাম! হে জগচ্চিত্তচোর-চিত্তহারিণী হরে!"

(২) মন্ত্রশ্রেষ্ঠ কামগায়ত্রী

আর মনন-ধর্ম্ম হতে ত্রাণ লাভ ক'রে "গৌড়ীয়" কাম-দেবের কামপূরণে আত্মসমর্পণ কর্‌ছেন, সম্প্রদানাত্মক কামবীজ ও নমঃ-শব্দ-পরিপুটিত পদের দ্বারা। গৌড়ীয়ের গানের উদ্দেশ্যে জপ্য মন্ত্র—কামবীজ কামগায়ত্রী। এ মন্ত্র-গৌরব কেবল গৌড়ীয়েরই আছে,—

"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ-স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥

বেদমাতা গায়ত্রী কামগায়ত্রীরূপা গোপীজন্ম লাভ ক'রে অপ্রাকৃত নবীন মদনের সেবায় অধিকার পেয়েছিলেন।

(৩) সেব্যশ্রেষ্ঠ সাদ্বৈত-সাবধূত-শচীপুত্র

শচীপুত্রই—গৌড়ীয়-গৌরব। এ গৌরব কেবল গৌড়ীয়েরই আছে। বিশ্ববাসী যিনি এই গৌরবে গৌরবান্বিত হবেন, তিনিই শচীপুত্র চৈতন্যকে লাভ ক'রে অচেতনতার মোহতন্দ্রা হ'তে জাগরূক হ'তে পার্‌বেন। গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুর গোরাচাঁদকে শ্বেতদ্বীপ-গৌড় হ'তে ভৌম-গৌড়ে আনয়ন ক'রেছেন শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্য। আর গৌড়ীয়ের ঠাকুরের কথা গৌড়ের দ্বারে দ্বারে আচণ্ডালে বিতরণ ক'রেছেন—গৌড়দেশকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়েছেন পতিতপাবন নিতাইচাঁদ—যাঁর পাদপদ্মপরাগ গৌড়ীয়-গৌরব-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটনের একমাত্র কুঞ্চিকাস্বরূপ। সেই চৈতন্যচন্দ্রে সব আছে, কোনও কিছুর অভাব নেই—

"সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্মধুরিমণি সুধাক্ষীরমাধ্বীক-কোটি-
র্গৌরোদেবঃ স জীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ॥"

যিনি সৌন্দর্য্যে কোটিকাম, যিনি সর্ব্বজীবের সুস্নিগ্ধতা বিধানে কোটিচন্দ্র, যিনি বাৎসল্যে কোটিমাতা, বদান্যতার পরাকাষ্ঠায় যিনি কোটিকল্পতরু, যিনি গাম্ভীর্য্যে কোটি মহাসাগর, মাধুর্য্যে কোটি অমৃতসার, দুগ্ধসার ও মধুসার, এবং শৃঙ্গার-রস বিষয়ে যিনি কোটি চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রস-কোবিদ-প্রদর্শিত শৃঙ্গার-রস-মাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত প্রণয়-রস কোটিগুণে অধিক চমৎকারিতাবিশিষ্ট, সেই লীলাময় গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

চৈতন্যপ্রিয়-নখজ্যোতিরুদ্ভাসিত জনগণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য

শচীপুত্রের কথা দূরে থাকুক, শচীপুত্রের প্রিয়তমগণের চরণনখ-জ্যোতির প্রভা অতুলনীয়া; চৈতন্যপ্রিয়জনের চরণনখজ্যোতিঃ যে পর্য্যন্ত আমাদের দর্শনের বিষয় না হয়,—

"তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ॥"

যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-পাদারবিন্দ মকরন্দ-ভৃঙ্গ-অন্তরঙ্গ-জন দর্শনের বিষয় না হন, সে কাল পর্য্যন্তই

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবিচার এবং ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সে কাল পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদ বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিতা মতি পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্ম্মুখ-মার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের স্ব স্ব মতবাদ লইয়া পরস্পর বিবাদ অবশ্যম্ভাবী।

সেই গৌড়ীয়-গৌরব চৈতন্যভক্তগণ পরম নিষ্কিঞ্চন হ'য়েও এরূপ বিভবযুক্ত যে, তাঁদের নিকট—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।"

যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য নরকের ন্যায় প্রতীত হয়, সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠজনের বাঞ্ছিত বা লব্ধফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল উৎপাটিত-বিষদন্ত-অহিকুলের ন্যায় আচরণ করে, পরিদৃশ্য-মান বিশ্ব পরিপূর্ণ-সুখ-ধাম বলিয়া অনুভূত হয় অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ভগবদ্ভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং ব্রহ্মাধিপত্য, ইন্দ্রাধিপত্য প্রভৃতি পদবীসমূহ কীটের ন্যায় অতি তুচ্ছ জ্ঞান হয়, সেই গৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

গৌড়ীয়-গৌরব গৌড়ীয়েশ্বর স্বরূপ দামোদর

সে'সকল গৌড়ীয়-গৌরব চৈতন্যভক্তের শিরোমণি সমস্ত গৌড়ীয়ের অধীশ্বর—শ্রীস্বরূপ দামোদর। বিশ্বজগতের পক্ষে কোন্‌টী সব চেয়ে বড় মঙ্গল, বড় দয়া, সব চেয়ে বড় পরোপকার, সব চেয়ে বড় 'মুস্কিল-আসান,' সব চেয়ে বড় অর্থনীতি, সব চেয়ে বড় স্বরাজ, সব চেয়ে বড় স্বাধীনতা, সব চেয়ে বড় কাম্য, তা'র সন্ধান তিনিই দিয়েছেন ;—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥"

হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য, তোমার যে অমন্দ-উদয়-কারিণী দয়া অবলীলাক্রমে জীবের যাবতীয় মনস্তাপরূপ অনর্থ ধূলির ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিতে পারে, তোমার যে সর্ব্বপ্রকাশিকা দয়ায় প্রকৃষ্টরূপে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, তোমার যে দয়ার উদয়ে শাস্ত্রের বাদপ্রতিবাদ নিরস্ত করিয়া চিত্তকে সরস করিয়া দেয়, তোমার যে দয়া চিত্তে প্রৌঢ়ানন্দ বা দিব্যোন্মাদের উদয় করাইয়া নিরন্তর হ্লাদিনীর সুখ বর্দ্ধন করে এবং প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে অভিষিক্ত করিয়া মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত করায়, সেই অমন্দোদয়-দয়া আমার প্রতি বর্ষিত হউক।

গৌড়ীয়-গৌরব-শিরোমণি রামানন্দ

স্বরূপের মিত্র—রূপ ও তাঁ'র অগ্রজ সনাতন। স্বরূপের আর এক মিত্র—রায় রামানন্দ, তাঁরা উভয়েই মহাপ্রভুর অন্তর-বেত্তা। রামানন্দ উৎকল বা দক্ষিণদেশবাসী হ'লেও তিনিও গৌড়ীয়ের শিরোভূষণ—গৌড়ীয়-গৌরব-রবি। মহাপ্রভু স্বয়ং রামানন্দের মুখে বক্তা হ'য়ে জগতে গৌড়ীয়-গৌরবের চূড়ান্ত মীমাংসা প্রকাশ ক'রেছেন। প্রথমে জীবের উচ্ছৃঙ্খলতা-বৃত্তি ও ভোগ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকায় সাধারণ জীব দৈববর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম পালনে সেশ্বরনৈতিক ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন এবং তাঁ'র অধিকারে তার চেয়ে আর বড় কোন বস্তু দেখ্‌তে না পাওয়ায় সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই পরম সাধ্য জ্ঞান করেন—দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ঠিক অনুসরণ কর্‌তে না পেরে যখন অদৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রিত হন, তখন বিষ্ণুতোষণ পরিত্যাগ ক'রে ইন্দ্রিয় তোষণের জন্যই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বিতীয় স্তরে কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেই যখন 'সর্ব্বসাধ্যসার' ব'লে জ্ঞান হয়, তখন "যৎ করোষি"-শ্লোকই অবলম্বন হয়। কিন্তু এরূপ বিচারও অত্যন্ত বাইরের বিচার, এতে মুখে ফলানুসন্ধান না থাকলেও 'আমি ফলার্পণকারী'—এরূপ আন্তরিক অভিমান থাকে। তা'র পর ফলভোগত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্মের বিচারকেই 'সাধ্যসার' ব'লে মনে হয়; কিন্তু এতেও নিজের ত্যাগাভিমান ও প্রাকৃত অস্মিতা থাকে

ব'লে আত্মার সহজভাব উদিত হয় না। তার পরে সাধকের একটা জ্ঞানমিশ্র, যোগমিশ্র বিচার এসে উপস্থিত হয়; কিন্তু এতে পরম সবলা ও নিরপেক্ষা ভক্তিকে—আত্মার সহজ স্বভাবকে দুর্ব্বল ও সাপেক্ষ বিচারে কৃত্রিমতা-রাহু দ্বারা গ্রাস করাবার চেষ্টা থাকায় সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণের নিত্য আকর্ষণের মাঝখানে একটা আড়াল এসে পড়ে। তার পরে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি; এখানে মহাপ্রভু প্রথমে বল্‌লেন—"এহো হয়।" তার পরে প্রেমভক্তি বা স্থায়িভাব; এখান হ'তে প্রেমের অঙ্কুর উদিত হয়। লৌল্যজনিত প্রেম না হ'লে সুকৃতিজনিত বৈধভক্তি কৃষ্ণকে আকর্ষণ কর্‌তে পারে না। দাস্যরসে মমতাযুক্ত হ'য়ে প্রেম অধিকতর সমৃদ্ধ হয়; তথাপি দাস্যপ্রেম 'উত্তম' নহে। সখ্যপ্রেম উত্তম; কেননা, দাস্যে একটা সম্ভ্রমরূপ কণ্টক থাকে। সখ্যে বিশ্রম্ভতা; আবার বাৎসল্যে দাস্যের মমতা, সখ্যের বিশ্রম্ভ এবং তদুপরি স্নেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হ'য়ে প্রেমকে আরও সান্দ্র ক'রে তোলে, পরম পালক সেখানে পাল্য হ'য়ে পড়েন,—গুরু সেখানে লঘু হ'য়ে পড়ে; আবার সেই সমস্ত রসের যত কিছু মধুরিমা যখন সম্পূর্ণ সঙ্কোচশূন্য সর্ব্বাঙ্গ-সেবাপ্রাণতাময় কান্তভাবের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই প্রেম-পরাকাষ্ঠার প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়।

অশুল্ক-সেবিকা গোপীগণের প্রেমঋণ কৃষ্ণের অপরিশোধ্য। এই গোপীপ্রেমা সাধ্যাবধি হ'লেও শ্রীবৃষ-

ভানুজার প্রেমাই সাধ্যশিরোমণি। এক শ্রীবার্ষভানবীর জন্য নন্দকুলচন্দ্রমা যাবতীয় গোপললনাকে পরিত্যাগ কর্ত্তেও দ্বিধা বোধ করেন না—এমনই বার্ষভানবীর সেবা-শোভা! এ সকল গৌড়ীয়-গৌরবের কথা এক রামানন্দের মুখেই জগতে প্রকাশিত হ'য়েছে। রামানন্দের অপ্রাকৃত অলঙ্কার-শিল্প-বিজ্ঞান নিত্যকৃষ্ণসেবার অলঙ্কাররূপেই বিরাজিত। রামানন্দ—পরমহংসকুলচূড়ামণি। রামানন্দের মুখে মহাপ্রভু আরও তেরটী পরিপ্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করিয়ে জগতে যে অমূল্য উপদেশ-রত্ন বিতরণ ক'রেছেন, তা' নিখিল বেদ-বেদান্তের চরম নির্য্যাস। বিদ্যার বিচার, প্রতিষ্ঠার বিচার, সম্পত্তির বিচার, দুঃখ-বিচার, মুক্তি-বিচার, ধর্ম্ম-বিচার, শ্রেয়ো-বিচার, ধ্যেয়-বিচার, বাস্তব্য-বিচার, কীর্ত্তনীয়-বিচার, শ্রোতব্য বিচার, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর গতিবিচার রামানন্দ রায় জগতে প্রকাশ ক'রে সমগ্র বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরব বিজয়- বৈজয়ন্তী উড্ডীন ক'রেছেন।

গৌড়ীয়-শিরোরত্ন ঠাকুর হরিদাস

মহাপ্রভুর একমাত্র শিক্ষা যে নাম-ভজন, তা'রই একনিষ্ঠ আচার-প্রচার, মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-গাথা 'তৃণাদপি' শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে ঠাকুর হরিদাস শব্দ-ব্রহ্মের মহামহিমা প্রকাশ ক'রে নিখিল বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরব-দুন্দুভি ঘোষণা ক'রেছেন।

গৌড়ীয়-গৌরব-মুকুট-মৌলি শ্রীরূপসনাতন

রামানন্দের মিত্র—রূপ-সনাতন, তাঁদের বৈরাগ্য অতুলনীয়। দবিরখাস ও সাকরমল্লিক—যাঁ'রা দু'জন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের রাষ্ট্রপরিচালনের দুটী প্রধান হস্তস্বরূপ ছিলেন, যাঁ'রাই কার্য্যতঃ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁ'রা কিরূপ জাগতিক সাম্রাজ্যবাদকে নিষ্ঠীবনের ন্যায় পরিত্যাগ করবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রে শ্রীচৈতন্যের সেনাপতিরূপে স্বরাট্ পুরুষ কৃষ্ণের স্বরাজের বার্ত্তা জগতে প্রচার ক'রেছেন, কিরূপ স্বরাজ-সাধনার বিজ্ঞান, কিরূপ স্বরাজ-সাধনার শিল্প জগতে অক্ষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, তা'র সাক্ষ্য শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'লঘুভাগবতামৃত', 'স্তবমালা', 'ললিতমাধব', বিদগ্ধমাধব', 'নাটকচন্দ্রিকা' প্রভৃতি এবং শ্রীল সনাতনের 'বৃহদ্ভাগবতামৃত, 'বৈষ্ণবতোষণী', 'হরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি। সনাতন-পুরুষ গৌরসুন্দর সনাতন-ক্ষেত্র কাশী হ'তে সনাতনের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিচার-সুরধুনী, সর্ব্বতীর্থরাজ প্রয়াগ হ'তে শ্রীরূপের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারের ত্রিবেণীধারা জগতে প্রবাহিত ক'রেছেন।

কবিকর্ণপূর—আর একটী গৌড়ীয়-গৌরব

গৌড়ীয়ের আর একটী গৌরব-রবি কবিকর্ণপূর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের ঐ গৌরব-গাথা গেয়েছেন—

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥

[গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ বাদশাহের সভা-বিভূষণ-মণিস্বরূপ রূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী সমৃদ্ধ রাজসম্পদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নবীন-বৈরাগ্য-লক্ষ্মীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবালাচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায় তাঁহার অন্তর কৃষ্ণপ্রেম-রসে ভরপূর, আর তিনি বাহ্যে অবধূতাকৃতি। সেই শ্রীসনাতন তত্ত্বকোবিদগণের প্রীতিপ্রদ ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তস্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমময়স্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট, নিজ অনুরূপ, মুখ্যরূপ, স্ববিলাসরূপ শ্রীরূপে ভক্তিরসশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন।]

গৌড়ীয়-গৌরব-শিখামণি শ্রীদাস গোস্বামী

শ্রীরূপের অনুগ, স্বরূপের শ্রেষ্ঠ—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। গৌড়ীয়-গৌরব-শিরোরত্ন দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের তুলনা জগতে মিলিতে পারে না। এই সেই বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্য—আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীমতীর কৈঙ্কর্য্যে বিশিষ্টরাগের মূর্ত্ত বিগ্রহ—এই বৈরাগ্য। সেই দাস

গোস্বামীর কথা দাস গোস্বামীর চরণানুচর কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বর্ণন ক'রেছেন। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরা-সম স্ত্রী, মাতা-পিতার একমাত্র পুত্রত্বের গৌরব, আভিজাত্যের গৌরব, যে গৌড়ীয়-গৌরবের নিকট তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হ'য়েছে, সেই গৌড়ীয়-গৌরব দাসগোস্বামী প্রভুর উপমাস্থল সেই গৌড়ীয়-গৌরবই স্বয়ং। কোন্ স্বারাজ্য-পরিভাবিত-মতি হ'য়ে গৌড়ীয়-গৌরবগণ পার্থিব-স্বর্গীয়-প্রয়োজন, এমন কি, মুক্তিকে পর্য্যন্ত পিশাচী-ব্যাঘ্রী জ্ঞান করতে পেরেছিলেন; অধিক কি, নারায়ণোপাসকগণের কাম্য বৈকুণ্ঠ-সাম্রাজ্যও যাঁদের লালসার সামগ্রী হয় নাই, বর্ত্তমান জগৎ যদি গণগড্ডলিকার আপাত উত্তেজনা হ'তে একটুকু নিবৃত্ত হ'য়ে একবার তাঁদের কৃপা বিচার করেন, তা'হলে গৌড়ীয়ের গৌরব কোথায় বুঝতে পারবেন,—

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্রী ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ॥"

[হে মন, তুমি অসদ্বার্ত্তা (অসজ্জনের সহিত স্থিতি) রূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, যেহেতু উহা বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্ব-ধনকে হরণ করিয়া থাকে, তুমি সর্ব্বাত্মগ্রাসিনী মুক্তিরূপা ব্যাঘ্রীর কথাও শ্রবণ করিও না; এমন কি, লক্ষ্মীনারায়ণ-রতি, যাহা পরব্যোমে লইয়া যায়, তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া

ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভজন কর, সেই চিল্লালামিথুনই আত্মস্থিত প্রেমরূপ মহামণি প্রদান করিয়া থাকেন।]

গৌড়ীয়ের গৌরবস্তম্ভ—কবিরাজ গোস্বামী

রঘুনাথের অনুগ কবিরাজ গোস্বামীর কথা আর কি বল্‌ব! কবিরাজ গোস্বামী—গৌড়ীয়-গৌরব-স্তম্ভ। আজ গৌড়ীয়-গৌরবের মধুরিমা গৌড়দেশের ঘরে ঘরে কে জান্‌ত, যদি গৌড়ীয়-ভাষায় কবিরাজ চরিতামৃত-মধুচক্র রচনা না কর্‌তেন! অশীতিবর্ষবয়স্ক প্রবীণ-শিরোমণির পরোপকার-চিকীর্ষা আশ্চর্য্যজনক। কবিরাজ গোস্বামী গৌড়ীয়-ভাষায় চৈতন্যচরিতামৃত বিতরণ ক'রে সেই উপনিষদের বাণী—"শৃন্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে জানিয়েছেন, অচৈতন্য মর বিশ্বকে প্রেমামর-তরুর অমৃতফলদানে চৈতন্য ও অমৃত ক'রেছেন। তাই তাঁ'র অনুগ আর একটী গৌড়ীয়ের গৌরব-পূর্ণচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম গেয়েছেন,—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌরগোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥"

গৌড়ীয়ের ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন

গৌড়ীয়ের গৌরব-গাথা গৌড়ীয়ের দ্বারে দ্বারে গৌড়ীয়-ভাষায় গাহিবার নিত্যভার প্রাপ্ত হ'য়ে গৌড়ের নৈমিষ-

কাননে এসেছিলেন গৌড়ীয়ের ব্যাস নারায়ণীনন্দন ঠাকুর বৃন্দাবন—যাঁর কাছে সমগ্র বিশ্ব চিরঋণী।

গৌড়ীয়-গৌরবোত্তম—ঠাকুর নরোত্তম

গৌড়ীয়-গৌরব-পূর্ণচন্দ্রগণের যাঁ'র কথাই বল্‌তে যাওয়া যায়, তাঁ'দের কথা বল্‌তে গেলেই মনে হয়, মক্ষিকা যেরূপ মুখে মেরু ধারণ করতে পারে না, তদ্রূপ এ ক্ষুদ্র অযোগ্য জীব তাঁ'দের অগণিত গৌরবের কথা লেশমাত্রও স্পর্শ করতে পার্‌ছে না।

প্রাক্তন-পরিচয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন —নরোত্তম। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী— যা' জগতের কাম্য, সেই সকল কাম্য-বস্তু, এমন কি, সার্ব্বভৌম-পদ, রসাধিপত্য, পঞ্চবিধা মুক্তি গৌড়ীয়-গৌরবগণের সেবা-লৌল্যের নিকট কিরূপ তিরস্কৃত, তা'র আদর্শ দেখিয়েছেন—ঠাকুর নরোত্তম। গৌড়ীয়-গৌরব-বিশ্ব-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেই ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীচরণ আরতি ক'রে গেয়েছেন,—

"মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥"

এই মনুষ্যলোকে যাঁ'কে নিরীক্ষণ ক'রে বিচক্ষণগণ সর্ব্বদা তর্ক ক'রে থাকেন,—"এ পুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি? অথবা বৈরাগ্যের সার? সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।

গৌড়ীয়-গৌরব-বিশ্ব-চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ

ব্রজবাসী গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর যে শুদ্ধভক্তি-সুরধুনী শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুকে আশ্রয় ক'রে প্রবাহিত ছিল, সেই ভক্তিধারা ঠাকুর নরোত্তমের চতুর্থ অধস্তন-সূত্রে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরই সংরক্ষণ ক'রেছিলেন। আমাদের এই ঠাকুরটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যকালীন সংরক্ষক ও আচার্য্য। তাঁর "কিরণ-বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়েই বৈষ্ণব-পণা"। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তির পথ প্রদর্শন ক'রে অনাথ বিশ্বকে সনাথ ক'রেছেন; তাই তাঁ'র নাম—বিশ্বনাথ। আর ভক্ত-চক্রের মধ্যে প্রোজ্জ্বল-জ্যোতিষ্করূপে বিরাজিত ছিলেন ব'লে তাঁর নাম—চক্রবর্ত্তী। রসিকেন্দ্রমৌলি-চক্রবর্ত্তিপাদ বিপুল গৌড়ীয় সংস্কৃত সাহিত্যের রসচক্র রচনা কর্‌বার পরও একটী কার্য্যের দ্বারা গৌড়ীয়-গৌরবের বিজয়-স্তম্ভ বিশ্ব-বৈষ্ণব-সমাজে চির-প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। জয়পুরের গল্‌তাগিরিতে রামানুজ-(কাহারও মতে রামানন্দী) সম্প্রদায়ের তদানীন্তন আচার্য্য-গণ "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কোন বেদান্তের ভাষ্য নাই, সুতরাং যে ধর্ম্ম বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে সনাতন ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম বলা যেতে পারে না" ব'লে যখন এক বিতণ্ডা উত্থাপিত ক'রেছিলেন, তখন জয়পুর-রাজ সবাই-জয়সিংহ-দ্বিতীয় ১৬২৮ শকাব্দায় এই বিতণ্ডার মীমাংসার জন্য বৃন্দাবনের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে আহ্বান করেন।

তখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের চক্রে চক্রবর্ত্তিরূপে অতি বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভজনানন্দে মগ্ন থাকলেও সম্প্রদায়ের এই সেবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছিলেন। একমাত্র গৌড়ীয়ের ধর্ম্মই বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ, শ্রীল জীবপাদের ষট্‌সন্দর্ভাদি এবং গোস্বামিগণের গ্রন্থ-গৌরব ঐ বেদান্ত-ভাষ্যেরই বিবৃতি—একথা জানালেও যখন প্রতিপক্ষ নিরস্ত হ'লেন না, তখন চক্রবর্ত্তীপাদ তাঁর শিষ্য-প্রতিম পণ্ডিত-কুল-মুকুট মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জয়পুরের বিচার-সভায় পাঠা'লেন। আচার্য্যবংশধরাভিমানিগণ তখন আপনাদের ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-গৌরব ভু'লে গিয়ে সাধারণ বিষয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন।

গৌড়ীয়-গৌরব-বিভূষণ বিদ্যাভূষণ বলদেব

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রসিকানন্দ মুরারী প্রভুর চতুর্থ অধস্তন এবং প্রাক্তন পরিচয়ে খণ্ডাইৎ বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হ'লেও চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আদেশে আচার্য্যের কার্য্য ক'রেছিলেন। তিনি বিচারে প্রতিপক্ষীয়গণকে পরাস্ত ক'রে শাস্ত্রোক্ত সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্যের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে অতি অল্প সময়ে বেদান্তের সর্ব্বদেশীয় তাৎপর্য্য বিবৃত ক'রে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তমূলক গোবিন্দভাষ্য রচনা করলেন।

এইদিন গৌড়ীয়-বিশ্বের একটী যুগান্তরের দিন, এইদিন গোবিন্দকান্তির হস্তস্থিত গৌড়ীয়-বিজয়-বৈজয়ন্তী-গোবিন্দের কৃপানুকূল মলয়ানিলে উড্ডীন হ'য়ে জয়পুরের গল্‌তা-গিরির শিখর দেশ হ'তে বিশ্বে জয় ঘোষণা কর্‌ল। বলদেব—গৌড়ীয়ের বেদান্তাচার্য্য। চার্‌জন সাত্বত-বেদান্তাচার্য্যই দ্রবিড়ীয়; কিন্তু একমাত্র আমাদের বেদান্তাচার্য্যই গৌড়ীয়,—ইহা সমগ্র গৌড়ীয়ের কত বড় গৌরবের কথা!

গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ

বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়-প্রস্থানত্রয় রচনা ক'রে গৌড়ীয়-গগনকে গৌরবের মাধ্যাহ্নিক ভাস্কর-প্রভায় সমুজ্জ্বল কর্‌বার কিছুকাল পর হ'তেই আবার ধীরে ধীরে যখন গৌড়ীয়-গৌরব-ভাস্কর-প্রভা অস্তাচলের অভিসারে চল্‌লেন, তখন গৌড়ীয়-গগন ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়্‌ল। কেবল মাঝে মাঝে চপলার চকিত চমকের ন্যায় কচিৎ দুই একটী ভজনানন্দী মহানুভব গৌড়ীয়-গগনের নীরবপ্রান্তে আপনাদের সেবা-সৌদামিনীর চমক প্রকাশ ক'রে দুই একটী লক্ষহারা পথিকের সহায়ক হ'তেন। বলদেবের অধস্তন-সূত্রে গৌড়ীয়-গৌরব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস মহারাজ, গৌড়ীয়-গৌরব-চূড়ামণি পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি ভজনানন্দী বৈষ্ণব-সম্রাট্ তাঁদের আচারময় জীবন-ভাগবতের পত্রগুলিকে হীরকের অক্ষরে গৌড়ীয়-গৌরবে অঙ্কিত ক'রে গেলেন।

গৌড়ীয়-বিনোদ—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গৌড়ীয়-গগন যখন ভীষণ তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়্‌ল, মায়াবাদ-কুজ্ঝটিকা, পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণে সাময়িক বহির্ম্মুখ-রুচির অনুকূল ক'রে-গড়া এক বিকৃত নবীন ব্রহ্মবাদ, দেহৈকসর্ব্বস্ববাদ, আত্মম্ভরিতাবাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ যখন প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের হেয়তা দর্শন ক'রে প্রকৃত গৌড়ীয়ের গৌরবের প্রতিও শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়্‌ল,—'গৌড়ীয়' তখন গৌরবের পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, যখন শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের নাসিকা-কুঞ্চনের পাত্র হ'য়ে পড়্‌ল—গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুর গৌরসুন্দরের বিশ্বজনীন বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা—নিজের দেশের গৌরবের কথা—নিজের জন্মগত অধিকারের কথা—নিজের পিতার* কথা ভুলে গৌড়দেশবাসী যখন পরদেশ হ'তে আমদানী বিলাসিধর্ম্মের কুহকে বা "মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়" প্রভৃতি নীতিনির্দ্দিষ্ট দেহৈকসর্ব্বস্ববাদের অপস্বার্থপর ধামা-চাপা-দেওয়া-মতের মোহে নির্জ্জীব হ'য়ে প'ড়েছিল, তখন গৌড়পুরন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার অবতার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-গগনের অন্ধকার বিদূরিত ক'রে গৌড়-গগনে প্রকাশিত হ'লেন। ভক্তি বা হ্লাদিনীর বিনোদ অর্থাৎ আনন্দ বর্দ্ধন হয় যে ভগবৎকৃপাশক্তি হ'তে, সেই কৃপাশক্তি আজ বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরবের

---

* জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

বাণী ঘোষণা কর্‌লেন। তাঁর কৃপায় গৌড়ীয়ের লুপ্ত-গৌরব সমূহ আবার লোক-লোচনের সম্মুখে আবিষ্কৃত হলো। তিনি তাঁরই প্রভুবর গৌড়ীয়-গৌরব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের নির্দ্দেশে মহাপ্রভুর লুপ্ত আবির্ভাব-স্থলী শ্রীযোগ-পীঠের আবিষ্কার কর্‌লেন, গৌড়ীয়-গৌরব নবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পুনরায় আবিষ্কৃত হলো। বহু লুপ্ত গৌড়ীয়-গৌরব-গাথার গ্রন্থরাজি প্রকাশিত কর্‌লেন—গৌড়দেশে নামহট্ট প্রকাশিত হলো—লৌল্যমূল্যে সেই নামচিন্তামণি বিকি-কিনি হ'তে থাক্‌লো। গৌড়ীয়-গৌরবাচার-সমূহ যুগপৎ আচারপ্রচারপ্রাণতার সঙ্গে আবার প্রচলিত হ'লো। ভক্তিবিনোদ প্রভু বিশ্ববৈষ্ণবসভা হ'তে বিশ্ববাণী ঘোষণা কর্‌লেন,—

"হে ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্ন সহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে—যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন, এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীমচ্চৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের 'চৈত্ত্যগুরু' হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্মমধু পান করিতে থাকুন।"

প্রকৃত স্বাধীনতা, স্বরাজ ও অসহযোগনীতি

ভক্তিবিনোদ প্রভু যখন নাম-হট্ট স্থাপন ক'রে প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বরাজের বার্ত্তা বিশ্বের দুয়ারে ঘোষণা করলেন, —যখন "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার"—এই গৌর-বাণী প্রচার করলেন, তখনও অসহযোগ-নীতি প্রচারিত হয় নাই, তখনও স্বরাজের কথা বাংলায় আলোচনা হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানালেন, যদি বাংলাকে বিশ্বের দ্বারে নিত্য উদ্‌ঘাটিত রাখ্‌তে চাও, তা'হলে বাংলার গৌরব, গৌড়ীয়ের গৌরব গৌড়ীয়দর্শন, গৌড়ীয়-সাহিত্য ও গৌড়ীয়-গৌরবের নায়ক গৌরসুন্দরের বার্ত্তার বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্বের দ্বারে দ্বারে সংরোপিত কর। গৌর সুন্দরের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্মমধু পান ক'রে নিত্য স্বরাজ লাভ কর, অগৌড়ীয় ধারণা—আমাদের জন্মগত অধিকারের বাধক যাহা, তার সঙ্গে অসহযোগ-নীতি অবলম্বন কর; তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবার স্বদেশ-বাসিগণকে আহ্বান ক'রে বল্লেন,—

চৈতন্যের ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা

"ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকেই উদ্ধার করিবার জন্য যে মহাপ্রভুর অবতার, এমন নয়; কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই অবিতর্ক আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়।"

প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিকতা কিরূপে হইবে ?

"* * আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তত্তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম উল্লেখ পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যে দীন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দনকি জয়'—এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যেদিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে, ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে!”

স্বদেশহিতৈষিগণের কর্ত্তব্য

“হে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মাণ করত প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্‌বিধি লোপ করিতে যত্নবান্ হইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তি-সন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতিনিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার আর স্থান দেখি না! বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলাই বাহুল্য।”

যুগপৎ আচার-প্রচারেই জীবে দয়া

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা তাঁ’র গৌরসুন্দরের বাণীর আদর্শ শুধু বক্তৃতা-মঞ্চে হাত পা ছুড়ে গিয়ে গৃহে ক্লান্ত হ’য়ে ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হ’য়ে পড়া নয়, মুখে এক প্রকার কাজে আর একপ্রকার, তা’ নয়; প্রচারে ও আচারে দু’রকম হওয়া নয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ ছিল— আচার ও প্রচার যুগপৎ হ’বে। প্রচারমুখে আচার

আমাদের সমগ্র চরিত্রকে চেতনময়,—অমৃতময় ক'রে তুল্‌বে। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজে আচরণ ক'রে উপদেশ দিয়েছেন ;—

"আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন-চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। * * প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।"

যথার্থ পরোপকারের প্রণালী

কি ক'রে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে সেবাশ্রম খুল্‌তে হ'বে—ভীষণ দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে কিরূপ অন্নসত্র স্থাপন কর্‌তে হ'বে,—কিরূপ ক'রে পরোপকারের প্রচার কর্‌তে হবে, তা'র আদর্শ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশ্ব-বৈষ্ণব-ভারতী ঘোষণা ক'রে বল্‌ছেন,—

"দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও

এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদ্‌গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। * * সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে দয়া অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন,—

> "জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
> সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

দেশকালপাত্রকে বিষ্ণুসেবায় প্রয়োগ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে সমস্ত দেশ, কাল, পাত্রকে বিষ্ণুর সেবায়—স্থেমের সেবায় নিযুক্ত কর্‌বার আদর্শ দেখালেন। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান তা'র নব নব উদ্ভাবনা-শক্তি নিয়ে কেবল জন্ম ও ভঙ্গের সেবার দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তাই বিজ্ঞানের চরম উন্নতির পরিণাম-স্বরূপ সেদিনকার মহাসমরানল প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানালেন,—"সকল দেশ, কাল, পাত্রকে স্থেমের সেবায় নিযুক্ত কর, তা'হলে তোমরা চির-রক্ষিত হ'তে পারবে—অমৃত হ'তে পারবে। বাষ্পীয়-শকট, বৈদ্যুতিক-যান, খ-বিমান—বিজ্ঞানের যত কিছু—

শিল্পের যত কিছু সব ভগবদ্‌ভক্তি প্রচারে নিযুক্ত কর। সেকেলেপন্থিগণ মনে করেন, মহাপ্রভু যখন বাষ্পীয়-শকটে বৃন্দাবন যান নি, ইংরাজী ভাষায় ভক্তি প্রচার করেন নি, মহাপ্রভুর ভক্তগণ যখন গ্রন্থ ছাপেন নি, তখন সময় নষ্ট ক'রে ছ'মাস ধরে হেঁটে হেঁটে হাঁটা-পথে বৃন্দাবন যাওয়া, ম্লেচ্ছ ভাষায় প্রচার না করা, প্রেসে গ্রন্থ না ছেপে তালপাতায় গ্রন্থ লিখে রেখে-দেওয়ার নামই—মহাপ্রভুর ধর্ম্মের যথার্থ অনুসরণ! ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মানুষের এই সকল সেবা-জড়তার ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত দেশ, কাল, পাত্রকে গৌরসুন্দরের সেবায় নিয়োজিত কর্‌বার আদর্শ দেখালেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র সর্ব্বতো-মুখী স্বতঃসিদ্ধ সেবা-প্রতিভাময় ছিল, তাই এই বিজ্ঞানের যুগে তাঁর কৃপায় গৌড়ীয়ের লুপ্ত গৌরব পুনঃ বৈষ্ণব-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রকাশিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজের বিশ্বোপকারের দিগদর্শন

ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদাঙ্ক অনু-সরণ ক'রেই গৌড়ীয়মঠ সমগ্র বিশ্বে গৌড়ীয়-গৌরব-ভারতী বিতরণ কর্‌ছেন। আজ সমগ্র সভ্য-জগৎ স্পন্দিত—নন্দিত হ'য়ে উঠেছেন—এ ঐক্যতানের মহা-আহ্বানে সাড়া দিয়ে-ছেন—মহামিলনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ প্রভুপাদ আজ বিশ্ব-

মানবের নিকট গৌড়পুরের মহা-মন্দির হ'তে গৌড়ীয়-গৌরব-বৈজয়ন্তী উড্ডীন ক'রেছেন। গৌড়পুরের সারস্বত-তীর্থে বিশ্ব-বৈষ্ণব-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছে। স্যমন্তপঞ্চকের সরস্বতীকুঞ্জে সেদিনকার সূর্য্যোপরাগে আট লক্ষ লোক—যাঁরা গৌড়ীয়-গৌরবের কোন কথা কোনদিন শোনেন নি', তাঁরাও গৌড়ীয়ের গৌরবের ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল নাম-রূপ-গুণ-লীলা শু'নে চমৎকৃত হয়েছেন—"গৌড়ীয়" হ'য়েছেন। আবার গৌড়ীয়-গৌরবের ঠাকুর কৃষ্ণানুসন্ধান লীলা আবিষ্কার কর্‌তে কর্‌তে পাগল-পারা হ'য়ে যে যে পথ-প্রান্তে পদ-পল্লব স্থাপন ক'রেছিলেন, সেই সকল স্থানে—সেই সকল মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হচ্ছে। বিশ্ব-মানব—ইতরকার্য্যে উদ্‌ভ্রান্ত-পান্থ, পথে যেতে যেতে যখন সেই অপ্রাকৃত পাদ-পল্লব দর্শন কর্‌বেন, শিলা-লিপি-মধ্যে শ্রীচৈতন্যের লীলাগাথা পাঠ কর্‌বেন, তখন সেই স্বদেশহারা-পথিকেরও অকস্মাৎ ধ্রুবতারার সন্ধান লাভ হ'য়ে যাবে—সংসার-মরুর শুষ্কতা ও কুহক বুঝ্‌তে পেরে গৌড়ীয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'বার পিপাসা জেগে উঠ্‌বে।

উপসংহার

গৌড়ীয়ের গৌরব এক বৈষ্ণব-কবি গেয়েছেন,—

"তোমার গরবে গরবিণী হাম,
রূপসী তোমার রূপে।"

যে গৌড়ীয়-গৌরব-বরের গৌরব-গাথা হ'তে গৌড়ীয়

আজ গৌরবান্বিত, যে গৌর-গাথা আজ গৌড়ীয়-বিশ্বে গৌড়ীয়ের গৌরব ঘোষণা কচ্ছেন, যাঁ'র কৃপা-গৌরবে রাধিকা-মাধবের সেবার আশাবন্ধ পর্য্যন্ত আমাদের সৌভাগ্যে লাভ হ'তে পারে, সেই রূপানুগবর গৌড়ীয়-গৌরব-দাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা ক'রে উপসংহার কর্ছি।

সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের অভিভাষণ

অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে বাগ্মিতা-স্রোতে নিমজ্জিত হ'য়েছিলাম, তার পর সভাপতির অভিভাষণের কোন স্থানই হ'তে পারে না। আজ গৌড়ীয় মঠের দ্বারা গৌড়ীয়-সাহিত্য-দর্শনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হোলো। আজকাল চতুর্দ্দিকে বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা শুন্‌তে পাই, কিন্তু এ জাতি যদি আবার জন্মে—আবার নবজীবন পায়, তা'হলে বিশ্ব-বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর্‌তে পার্‌বে। ভারতের স্থানে স্থানে যে লুপ্ত রত্ন রয়েছে, তা'র উদ্ধার সম্বন্ধে ভারতের লোক অনেকটা পরাঙ্মুখ। আমাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত কর্‌বে বিদেশের লোক—এটা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। বিদেশে নাম-প্রচারের আয়োজনের সূচনার কথা—যাহা গৌড়ীয় মঠের বক্তা বল্‌লেন, তা' আরও বিপুলভাবে হওয়া আবশ্যক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শিল্পের সাহায্যে দেশ-

কাল-পাত্রকে মহাপ্রভুর নাম-প্রচারের সেবায় নিয়োগ কর্‌বার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছিলেন। সেই নাম-প্রচার-কার্য্য বাষ্পীয়-পোত, এরোপ্লেন প্রভৃতির সাহায্যেও হওয়া আবশ্যক (করতালী)। গ্রীস, য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষ হ'তেই সভ্যতার বীজ উপ্ত হ'য়েছিল। য়ুরোপ আমেরিকায় যীশুখৃষ্টের যে বাণী ঘোষিত রয়েছে, তা'ও ভারতের ভাবে—ভারতের নীতিতে অনুপ্রাণিত। ভারতের নীতিতেই যীশুর শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল। সেই শিক্ষার প্রভাবেই Wilcox প্রভৃতির গ্রন্থের সূচনা। শিশু যীশুকে নিয়ে তা'র মাতা-পিতা পলায়ন কর্‌বার পরে তাঁদের গুপ্তবাস যে স্থানে হ'য়েছিল, সে স্থান হ'তে যীশু ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-নীতিতে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন।

আপনারা যদি একটুকু মনোনিবেশ ক'রে যীশুর শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার অনুধাবন করেন, তা'হলে দেখ্‌তে পাবেন, ভারতের ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাব মহাত্মা যীশুর উপর বিস্তারিত হ'য়েছে। বাইবেলের উপর ভারতবর্ষীয় সুপ্রাচীন নীতির বিশেষ ছায়াপাত রয়েছে। ভারতীয় দর্শনের নিকট ইউরোপ চিরঋণী।

গৌড়ীয় মঠের অধিবেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ কর্‌বার জন্য আহূত হওয়ার পরে কয়েকজন পণ্ডিত আমার নিকট গিয়েছিলেন; তাঁ'দিগকে আমি এলবার্ট হলের সভায় "গৌড়ীয়-গৌরব" সম্বন্ধে অভিভাষণের কথা জানিয়ে

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি? আপনারা কা'কে 'গৌড়ীয়-গৌরব' মনে করেন? তাঁরা কেউ গদাধর, কেউ জগদীশ, কেউ কুল্লুক ভট্ট, কেউ বা পরবর্ত্তী এবং আধুনিক মনীষিগণের নাম করলেন, কিন্তু কেউ মহাপ্রভুর নামটী কর্‌লেন না। আমি তাঁ'দিগকে বল্‌লাম, আপনারা এত নাম কর্‌লেন, কিন্তু কই গৌরসুন্দরের নাম ত' উচ্চারণ কর্‌লেন না! তাঁরা বল্‌লেন, তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

আজকার গৌড়ীয় মঠের বক্তা যদিও মহাপ্রভুর নাম ক'রেছেন, সাহিত্য ও দর্শনের দিক্ হ'তে গৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব গৌরবের কথা ব'লেছেন, তথাপি তাঁ'কে 'গৌড়ীয়' না ব'লে গৌড়ীয় এবং গৌড়ীয়েশ্বরের ঈশ্বর ব'লেই স্থাপন ক'রেছেন। সুতরাং গৌড়ীয়-গৌরব না ব'লে আজকার গৌড়ীয় মঠের অভিভাষণকে আমরা 'গৌর-গৌরব' অর্থাৎ 'গৌরই—গৌরব' এবং 'গৌরবই—গৌর'—এই আখ্যায়ও অভিহিত কর্‌ত্তে পারি।

গৌড়ীয় মঠের বক্তা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে গৌড়ীয়ের যে ঐশ্বর্য্য-গৌরব, মাধুর্য্য-গৌরব এবং ঔদার্য্য-গৌরব প্রদর্শন করেছেন, গৌড়ীয়ের সেই লুপ্ত গৌরব যদি পুনরায় ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তা'হলে এরূপ

ভাবেই প্রচার এবং এ অপেক্ষা আরও অধিক প্রচারের আয়োজন হওয়া আবশ্যক।

আজ আমি আমার দক্ষিণে (গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর) এবং বামে (মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর) যে দু'জনকে পেয়ে ধন্য হ'য়েছি, তাঁদের দ্বারাই গৌড়ীয়-গৌরব বিশেষভাবে প্রসারিত হচ্ছে ও হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লুপ্ত-বৈষ্ণব-গ্রন্থের উদ্ধার ক'রেছেন, আরও অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ লুপ্ত আছে, সরস্বতী ঠাকুর এবং মহারাজের দ্বারা উহাদেরও উদ্ধার হওয়া আবশ্যক। যে ভিত্তির উপর গৌড়ীয়-গৌরব স্থাপিত, সেই গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলীর একটা সুলভ সংস্করণের প্রচার হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয় মঠ হ'তে অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারিত হচ্ছে, গৌড়ীয় মঠ যদি সমস্ত গৌড়ীয়-গ্রন্থাবলীর একটী সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন, তা'হলে অনেকেই সেই গ্রন্থ সংগ্রহ কর্তে পারেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে বৈষ্ণব-জগতের যা' ক'রে গিয়েছেন, বৈষ্ণব জগতে আজও তা'র উপলব্ধি হয় নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যুগ-ধর্ম্মই জাগিয়ে দিয়েছেন, তিনি এ সম্বন্ধে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে যে ব্যবস্থা ক'রেছেন, তা' যথেষ্ট। এইরূপভাবে পুরাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে নবীনতায় পুনরুদ্দীপ্ত ক'রে না দিলে সাধারণ লোক এর গৌরব উপলব্ধি কর্তে পারে না। আমি গৌড়ীয়-

মঠের আচার্য্যদেবের আদেশে এই বৈষ্ণব-সভায় উপস্থিত হ'য়েছি বটে, কিন্তু আমি এ বৈষ্ণব-সভার সভাপতির পদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবল নামে 'সর্ব্বাধিকারী' হ'লে কি হয়? কিন্তু এ কার্য্যে অনধিকারী। আমি আপনাদের আহ্বানে এই বৈষ্ণব-সভায় উপস্থিত হ'য়ে আজ আমাকে বিশেষ গৌরবান্বিত এবং আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ মনে কর্‌ছি।

মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য সব দিক্ দিয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। যাঁ'রা বলেন, চৈতন্যদেব ভক্তির দোহাই দিয়েই তাঁ'র ভক্তগণকে পেয়েছিলেন, তাঁ'রা কি একবারও ভেবে দেখেন না যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক, দার্শনিক, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মত জ্ঞানী পণ্ডিত সন্ন্যাসী যাঁর চরণে আত্মবিক্রয় ক'রেছিলেন, তাঁর কথাগুলি ভাব-প্রবণতা নয়,—তাঁর মহিমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনের মহিমা-প্রচার, লুপ্ত-বৃন্দাবন-উদ্ধার; বারাণসী, গয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থান মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের দ্বারা তীর্থীভূত হ'য়েছে।

গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য সরস্বতী ঠাকুরকে এবং তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত বক্তৃমহোদয়কে 'গৌড়ীয়-গৌরব' সম্বন্ধে এইরূপ তৃপ্তিকর অভিভাষণ প্রদানের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি।

সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের অভিভাষণের

পর মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নিম্ন-লিখিত সংক্ষিপ্ত অভিভাষণটী প্রদান করেন।

মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণ

সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলি! আজ এই সভায় এসে গৌড়ীয়-মঠের বক্তার নিকট হ'তে যে মধুরবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করা গেল, তা' অতি অপূর্ব্ব। সমস্ত বৈষ্ণব জগতের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ দর্শন, ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের কিরূপ প্রচার হ'য়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এমন গবেষণাপূর্ণ বাগ্মিতায় শ্রবণ ক'রে পরম পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছি। বক্তাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি, মহাপ্রভু তাঁ'র দীর্ঘজীবন প্রদান করুন। তিনি যেন তাঁর যোগ্যতম গুরুর আজ্ঞাবাহী হ'য়ে মহাপ্রভুর কথা এইরূপ মধুরভাবে সকল দেশে প্রচার করতে পারেন। আমাদের দেশে যা'তে মধ্যে মধ্যে এরূপভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হয়—দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে যা'তে এরূপভাবে মহাপ্রভুর কথার প্রচার হয়, তা'র জন্য যত্ন করা উচিত। গৌড়ীয় মঠের বক্তৃগণ যদি এরূপভাবে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়ে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করেন, তবে দেশের পরম উপকার হ'তে পারে এবং একার্য্য তাঁ'দের দ্বারাই সুসম্পন্ন হ'বে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলবার নেই।

আপনারা আজকার গৌড়ীয়মঠের বক্তার মুখেই জান্‌তে পেরেছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম একটা স্থান-কাল-পাত্রগত সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নয়, ইহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আমরা বল্‌তে সাহসী হই, বৈষ্ণবধর্ম্মের মত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মের নীতি ও উপদেশ আছে, আমার মনে হয়, সে সমস্তই এই বৈষ্ণবধর্ম্ম হ'তে গৃহীত হ'য়েছে। (করতালি)! বৈষ্ণব-ধর্ম্মে এমন একটা জিনিষ আছে, যা' আর অন্য কোন ধর্ম্মে নাই ; সে সব কথা বল্‌তে গেলে অনেক রাত্রি হ'য়ে যাবে। আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়ের (শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের) নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ ; কেননা, আমরা আজ তাঁ'রই অনুগ্রহে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের বক্তার নিকট হ'তে গৌড়ীয়-সাহিত্য, দর্শন ও ইতিবৃত্তের মধুর মীমাংসা শুন্‌তে পেয়েছি। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সরস্বতী ঠাকুরকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মিঃ বি, কে, সেন

অতঃপর মিঃ বি, কে, সেন সাধারণের পক্ষ হইতে সভাপতি স্যার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন,—"গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যপাদের কৃপায় আজ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সর্ব্বত্র "গৌড়ীয়-গৌরব" প্রচারিত হইতেছে, বিশেষতঃ গৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমান যুগে আদর্শ আচার ও প্রচারের দ্বারা যেরূপ জগতের মহোপকার সাধন করিতে-

ছেন, তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহাদের প্রচার-প্রণালীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইতেছে। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, শিষ্টাচার ও লোক-সেবা আদর্শ-স্থানীয়।

মিঃ সেন সাধারণের পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয় ও গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দকে এইরূপ ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয়, মহারাজ স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রায় বাহাদুর ব্যানার্জ্জি

শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের পরীক্ষক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল ব্যানার্জ্জী মহাশয় সভা-মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আমার প্রাণের আবেগ ও আন্তরিকতার সহিত গৌড়ীয় মঠের বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না; আমি সভাপতি মহাশয়কেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার ভাষা নেই, যা'তে সম্যগ্‌ভাবে গৌড়ীয় মঠের বক্তার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা-প্রণালীর মধুরতার কথা বর্ণন কর্‌তে পারি। আমি কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্যাদির আলোচনা ক'রে থাকি, সমস্ত বঙ্গীয় সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন, তাঁরা গৌড়ীয়

মঠের এই বক্তার সমস্ত কথাগুলি ভালরূপে অনুধাবন কর্‌বার চেষ্টা করুন, সমাজ তা'হলে সত্য সত্যই লাভবান্ হ'তে পারবেন। আজ গৌড়ীয় মঠের এই বক্তা এমন সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে উদীয়মান সমাজের নিকট গৌড়ীয়-সাহিত্য এবং দর্শনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রেছেন যে, সে কথা কি ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে হ'বে, তা' আমি জানি না। বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে হলো, যে, বঙ্গীয়-দর্শন ও সাহিত্য-জগতের সম্মুখে আজ এক অপূর্ব্ব আলোক উজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। আমি অনাহূত হ'য়েই কিছু কথা বল্‌লাম, কারণ, "out of the fulness of the heart, the mouth speaketh." যাঁ'রা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিমান ক'রেও আজকার সভায় উপস্থিত হ'তে পারেননি, তাঁ'রা আজ নিশ্চয়ই বঞ্চিত হ'য়েছেন। যদিও গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতার বিষয় আমার যোগ্যতার অনেক বাইরে, তথাপি আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হ'তে বল্‌ছি, এরূপ বক্তৃতা সত্য সত্যই গৌড়ীয়ের গৌরব—বাংলার গৌরবস্বরূপ।